













তারিখ পত্র

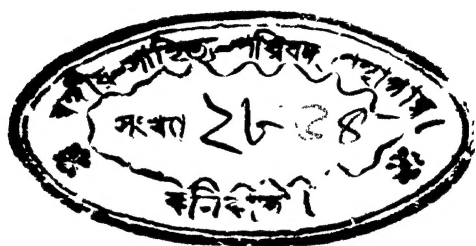
## বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার

বিশেষ দৃষ্টব্য : এই পুস্তক ১৫ দিনের মধ্যে ফেরত দিতে হইবে

---

গ্রন্থকের তারিখ	গ্রন্থকের তারিখ	গ্রন্থকের তারিখ	গ্রন্থকের তারিখ	গ্রন্থকের তারিখ
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

---

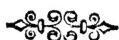




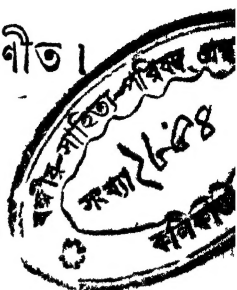


# জ্ঞানদারঞ্জন নাটক।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মিত্র প্রণীত।



“দূরতঃ শোভতে মূৰ্খ  
লব্ধ শাট পটাবৃতঃ ।  
তাবচ্চ শোভতে মূৰ্খ  
যাবৎকিঞ্চিৎ স্নভাষতে ॥”



দুঃখাগ

কলিকাতা।

চিৎপুর রোড ৩১৮ নম্বর

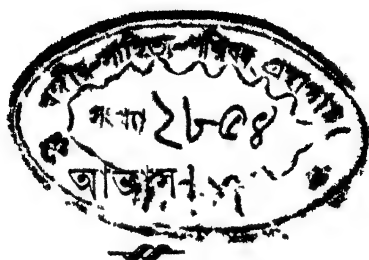
বিদ্যারত্ন যন্ত্রে

শ্রীমৎ রূপেন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বারা মুদ্রিত।

ইংরাজী ১৮৭১ সাল।

মূল্য ১ টাকা





আমি কতিপয় বন্ধুর আদেশানুসারে এই গ্রন্থ খানি রচনা করিতে প্রবৃত্ত হই, কিন্তু দূরদৃষ্ট বশতঃ এক মহৎ দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া একেবারে তদভিসন্ধি পরিত্যাগ করি। তৎপরে উপরোক্ত ঘটনা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এবং বন্ধুবৃন্দের উৎসাহে পুনঃ রচনা করিয়া শেষ করিলাম। এই নাটক খানি কোন পুস্তক বিশেষ হইতে অনুগৃহীত নহে। পাঠক বৃন্দ! যদি কোন বালক তাহার অগ্রজের সম্মুখে কোন একটা সামান্য কৰ্ম্ম সম্পন্ন করে, এবং যদি তিনি হাস্য করেন, তাহা হইলেই সেই বালক উৎসাহিত হয়। এজন্ত আপনা দিগের নিকটে আমার এই নিবেদন যে, যদি আপনারা সময় বিশেষে এই “নাটক” খানি পাঠ করিয়া হাস্য করেন তাহা হইলেই আমার শ্রম সফল হইবে ইতি।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মিত্র।

২৮ শে আষাঢ় }  
সন ১২৭৮ মাল }

মাং কোমগর।



# নাটো লিখিত ব্যক্তিগণ ।

## নাথক গণ ।

জয়সিংহ রায়	.....	..... রাজা
চারুকুমার	.....	..... রাজতনয়
রাসবিহারী	.....	..... রাজ জামাতা
রঞ্জন	.....	..... রাসবিহারীব্রাতা
জলধর } হলধর }	.....	..... মন্ত্রী
গিরীশ	.....	..... রঞ্জনের বন্ধু
চতুর্ভূজ ন্যায়রত্ন	.....	..... টোলাধ্যক্ষ
রামদাস	.....	..... চতুর্ভূজের প্রতিবাসী
ভগবান	.....	..... রাজ প্রিয়পাত্র
নসিরাম	.....	..... ভৃত্য
রাম সিং	.....	..... দ্বারপাল
ভোলা	.....	..... কৃষক

## নারিকী গণ ।

কমলা	.....	..... জয় সিংহ রায়ের
------	-------	-----------------------

সরলা } জ্ঞানদা }	.....	.....	..... রাজতনয়া
চপলা	.....	.....	..... রাজবধূ
কামিনী	.....	.....	..... মন্ত্রীকন্যা
চিত্ররেখা	.....	.....	..... জ্ঞানদার সহ
বুদ্ধা	.....	.....	..... জ্ঞানদার ধ
নটী	.....	.....	..... সূত্রধারের

ঘটক, চাপরাসিগণ, বিদূষক, চোরগণ, প্র  
কবিরাজ, গাঁজাখোর, বন্দী, ব্রাহ্মণ, বরযাত্র  
ইত্যাদি ।

---

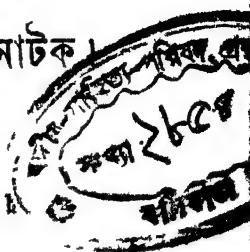


বুস্পাপ

জ্ঞানদারঞ্জন নাটক ।



উপসংহার ।



( সভা । )

নটের প্রবেশ ।

নট । ————— গীত ।

রাগিণী-খাম্বাজ—তাল চৌতাল ।

আমরি অপূর্ব সভা, সুরোলোক মনোলোভা,  
বিস্তারিতে হেন শোভা, না হেরি এ ভুবনে ।  
কতশত সভাগণ, সভাতে আসীন হন,  
হেরিলে আঁখি জুড়ায়, আনন্দ উপজে মনে ॥  
কিন্তু আমি অতি দীন, এঁদের তুষ্টিতে ক্ষীণ,  
ক্ষমতা নাহিকো মম, প্রাণের প্রেরণি বিনে ।  
সুচারু কি সুললিত, সকলেতে আনন্দিত,  
শুনিতুে অজের গীত, রয়েছেন তালমিলনে ॥



( চতুর্দিক অবলোকন করিয়া ) আহা ! কি চমৎকার সভা !  
 ঐদৃশ নয়ন মনোরঞ্জন শোভাত কখন দৃষ্টিগোচর হয়  
 নাই । আকাশেতে একচন্দ্র বিরাজমান, কিন্তু এ সভাতে  
 শত চন্দ্রের আবির্ভাব দেখছি, এবং শরৎ চন্দ্র জিনিয়া  
 শোভা সম্পাদন কচ্ছেন । আমার এ সভাতে কোন  
 রূপ-কৌতুক ব্যাপারে সভ্য মহোদয় বৃন্দে'র মনোরঞ্জন  
 করা উচিত, কিন্তু প্রিয়া নটীর সাহায্য ব্যতিরেকে কুতঃ  
 কার্য্য হতে পারবোনা । অতএব একবার প্রিয়াকে আহ্বান  
 করি, ( নেপথ্যাভিমুখে )

এস এস প্রাণপ্রিয়ে প্রেমপ্রদায়িনী ।  
 দেখিতে সভারশোভা এসলোরঙ্গিনী ॥

( নটীর প্রবেশ )

নটী । আহা মরি কিবা শোভা অতীব সুন্দর ।  
 উদয় অবনী মাঝে শত শশধর ॥

কি কারণে থাকিলে নাথ ! বল শীঘ্র গতি ?  
 নট । ( নটীর চিবুকে হস্ত দিয়া ) প্রিয়ে ! একবার দৃষ্টিকর  
 সভা প্রতি ।

নটী । আহা ! শোভা চমৎকার অতি !

নট । রূপসি ! অধিনের আছে কিছু মিনতি !

নটী । নাথ ! আমি অবলা ললনা ।

নট । ও কথা বলো না, তুমি কাজে বড় নিপুণা, প্রিয়ে !

আর কেন কর ছলনা ?

নটী । প্রাণনাথ ! এখন দাসী'রে কি অনুমতি কর ?

- নট । প্রাণেশ্বর! কোকিল কণ্ঠ-স্বরে সংগীত করে  
সত্যগণের মন হর ।
- নটী । সংগীতে মোহিত হবেন না সত্যগণ ।
- নট । ভাল ! অভিনয় কল্পে হয় না, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মিত্রের  
“জ্ঞানদারঞ্জন” ?
- নটী । উহাতে কি উপকার দর্শিতে পারে ?
- নট । উপকার আছে, সত্য বৃন্দের মনোরঞ্জন হলে  
হতে পারে ।
- নটী । তাহে কি প্রয়োজন ?
- নট । তবে অভিনয় করনা কেন, শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী  
দে মহাশয় প্রণীত “সধবার একাদশীর পারণ”
- নটী । উহাতে কিছু দেশের উপকার করে ?
- নট । বোধ করি দেশাচার কথঞ্চিৎ সংশোধন হলে হতে  
পারে ।
- নটী । ও মদ্রপদেশ গ্রহণ করবেন কি সত্য গণ ?
- নট । প্রিয়ে ! বাস্তবিক, তাহা হলে কি বঙ্গ-ভূমির অ-  
বস্থা হত এমন ?
- নটী । নাথ ! তবে ও অভিনয়ে কাস্ত হন ।
- নট । প্রিয়ে ! তবে কিমে হবে এ সত্যগণের মনো-  
রঞ্জন ?
- নটী । আমার মতে অভিনয় করুন, উক্ত মিত্রমহাশয়ের  
“জ্ঞানদারঞ্জন”
- নট । ~~কি~~ নবরচয়িতা ।
- নটী । আমি তাহে হই না চিন্তিতা !
- নট । দেখ, হোয়ো না যেন লজ্জিতা ।
- নটী । নার্থ ! ভীত হলে কি কাজ হয় ? এখন বেশ ভাষা  
করিগে চল ।

নট । (নটীর চিবুকে হস্তদিয়া:) প্রাণপ্রিয়ে! একটা  
সংগীত করেগেলে হয় ভাল

নটী । ———গীত ।

রাগিণী পুরবী—তাল আড়াঠেকা ।

ভাব দেখে ভেবেমরি, এ ভাবের কিবা ভাব,  
স্বভাবে অভাব হয়ে, না জানি কি ভাবে ভাব ।  
বুঝিলাম অনুভবে, মজেছ কার নবভাবে,  
আমি মরি তব ভাবে, তুমি তাও নাহি ভাব ॥

নট । বেশ বেশ! বেশ গেয়ছ, অতি সুন্দর ।

নটী । এই রকমে কি করবে রজনী ভোর?

[ উভয়ের প্রস্থান ।

ইতি উপসংহার ।

( পট প্রক্ষেপণ । )

—————



# জ্ঞানদা-রঞ্জন নাটক।

প্রথমাক্ষ।

প্রথম গর্তাক্ষ।

(রাজবিলাস গৃহ।)

(জলধর এবং হলধরের প্রবেশ)

জল। আরত ভগা ব্যাটার জন্যে রাজার সম্মুখে যেতে ইচ্ছা হয় না।

হল। তাইত হে, ও ব্যাটা যেন রাজাকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে, যা বলে রাজা তাই শোনেন।

জল। কি আশ্চর্য্য! রাজার হিতাহিত জ্ঞান নেই; ভগা ব্যাটা মূর্খ, না জানে সত্যতা না জানে নীতি-শাস্ত্র, তার উপর রাজার এত অনুগ্রহ ও বিশ্বাস! এতে যে রাজ্য উচ্ছন্ন যাবে তার আর কথা কি!

হল। আচ্ছা ভাই এত লোক থাকতে, ভগার উপর রাজার এত অনুগ্রহ হলো কেন?

জল। তাও জাননা, এন্দ্দিন রাজবাটিতে কাজ কচ্ছে?

হল। না, আমি এর সবিশেষ কিছুই জানি না।

জল। শৌন, মহারাজ আর ভগা একদিনে এককণ্ঠে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।—

হল । সৈ যা হোক, ও যদি সর্কে সর্কা হল, তবে আমা-  
দেরতো কোন কথাই থাকবে না ।

জল । থাকছেন ও তো !

হল । ইম্ ! তাইত, আমাদের অন্তর এই পর্য্যন্ত—যা-  
হোক ওকে জব্দ করা যায় কি করে বল দেখি ?

জল । একটা উপায় আছে । ( ভগবানকে আগত  
দেখিয়া ) ঐ হে ব্যাটা আসছে ।

হল । তাইত হে, নাম কত্তে কত্তেই এলো যে অনেক  
দিন বাঁচবে ।

( ভগবানের প্রবেশ )

ভগ । তোমরা কি বলা বলি কচ্ছো হে ? কি আশ্চর্য্য  
যেখানে যাই ভগবান বই আর কথা নেই । কেন,  
ভগবান কি তোমাদের বউ বের করে এনেছে যে  
খালি তার নাম কচ্ছো ?

হল । না হে ভগবান ! বলি কি তুমি হচ্ছে মস্ত লোক,  
তোমার নাম কীর্ত্তন কল্লেও আমাদের পুণ্য  
আছে ।

ভগ । তা বুঝি আর কেন আমাকে বোকা বুঝাও,  
আমি মূর্খ বলে কি কিছু বুঝতে পারিনি ? আচ্ছা  
আচ্ছা দেখবো !

[ ভগবানের প্রস্থান ]

জল । তাইত হ্যা “যেখানে বাগের ভয়, সেইখানেই  
সন্ধে হয়” ।

হল । আমাদের ছুরাদৃষ্ট ! চল এখন যাই ‘মহারাজের  
’আসবার সময় হয়েছে ।

জল । দেখ, শুধু ও নয় আবার এক ব্যাটা বামুন আছে ।  
হল । হ্যাঁ, এর তবু একটু মুখলজ্জা আছে, তার তাও  
নেই ।

জল । চল হে ঐ বুঝি রাজা আর ভগা ব্যাটা আসছে ।  
হল । তবে শীঘ্র চল ।

[ উভয়ের প্রস্থান ]

( রাজার সহিত ভগবানের পুনঃপ্রবেশ )

ভগ । মহারাজ ! আপনার মন্ত্রীদের জন্তে, আমিতো  
আর দেশে টেকুতে পারি না ।

রাজা । কেন হে ভগবান ?

ভগ । মহারাজ ! সে কথা আর কি বলবো যে খানে যাই  
ভগবান বই কথা নেই, তা আপনি রাখলে কে  
মাস্তে পারে ?

রাজা । তার আর কথা কি ।

ভগ । আপনি আমার হর্তা, কর্তা, বিধাতা ।

রাজা । তোমার কিছু ভয় নাই, নিঃসন্দেহে থাক ।

( বিদূষকের প্রবেশ )

[ ভগবানের প্রস্থান । ]

বিদূ । মহারাজের জয় হোক !

রাজা । আস্তে আস্তে হয় ভট্টাচার্য্যমহাশয় ( প্রণাম )

বিদূ । দীর্ঘায়ুরস্ত । ( ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ )

রাজা । বয়স্তু অমন কচ্ছে কেন ?

বিদূ । ও কথা আর কবেন না ।

রাজা । কেন হে ব্যাপারখানা কি ?

বিদূ। আর মহারাজ, ষোলো খানা অস্থিত, আর দু-  
খানা স্থিত বইত নয় ।

রাজা। দুখানা স্থিত কি রকম?

বিদূ। বউ আর উনন্ ।

( নেপথ্যে জলধরের প্রবেশ )

জল। ( স্বগত ) দেখি ব্যাটা কি বলে ।

( স্তম্ভের অন্তরালে অবস্থিতি )

রাজা। ( হাস্য )

বিদূ। মহারাজ মন্ত্রী ব্যাটাদের জন্মে কিছু পাবার  
যো নেই ।

রাজা। কেন?

বিদূ। আর মহারাজ! ও দের আপনি যত বিশ্বাস  
করেন, ওরা ততই বিশ্বাস ঘাতকের কর্ম্ম করে ।  
আর যদি ওদের পাঁচ টাকা কাকেও দিতে বলেন  
তাহলে ওরা ওম্নি তিন টাকা গাপ্ করে ।

রাজা। নানা এমন কি হতে পারে? আচ্ছা আমি এর  
তদন্ত কচ্ছি ।

( জলধরের প্রবেশ )

জল। মহারাজ আর ও বাগ্নার কথা শুনবেন না ।

রাজা। কেন তোমাদের কি কল্লে?

জল। নরপতে! ওঁর পেটে “ক” অক্ষর গোমাংস ।  
আরতো কোন কাজ নেই কেবল লৌকের নামে  
কুচ্ছ করে বেড়ান ।

বিদু। হ্যাঁ হে তুমি বড় বিদ্বান। তোমার বিদ্যা আমার জানা আছে।

রাজা। কেন উনি অমন ভট্টাচার্য্য, খেতাব পেয়েছেন শিরোমণি?

জল। হ্যাঁ মূর্খের শিরোমণি বটে, ওঁর টাকি নাড়াই সার। উনি যদি আপনার নাম লিখতে পারেন তা হলে আমি পাঁচ টাকা দেবো।

বিদু। ফ্যাল পাঁচ টাকা।

জল। আচ্ছা লেখো আগে।

বিদু। (স্বগত) ব্যাটা বড় বিভ্রাট ঘটালে দেখছি, আচ্ছা বেয়ে চেয়ে দেখা যাক যদুর পারি।  
(প্রকাশ্যে) শ্রীশ্রী রফলা তাতে দীর্ঘি ঈকার, শ্রীরারএ আকার রা, রাম, শ্রীরাম, দাস দরে আকার দা, দাস শ্রীরাম দাস। (ভট্টাচার্য্য লিখিতে না পারিয়া) দাও আড়াই টাকা।

জল। মহারাজ দেখুন।

রাজা। তা ভট্টাচার্য্যের ব্যাকরণ বোধ বেশ আছে, তবে লেখা টেকা গুলো তত দোরস্ত নেই, তা যা হোক বেলা হোলো সভা ভঙ্গকর।

[ সকলের প্রস্থান।

(পট প্রক্ষেপণ)





## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।



রাজাস্তঃপুর ।

সরলা ও চপলা আসীনা ।

( কামিনীর প্রবেশ )

কামি । ওলো সরলা কি কচ্ছিস্ লা ?

চপ । কেও কামিনী ? এসো বোন বোমো ।

কামি । তোদের বাড়িতে আজকে এত ধুম ধাম  
কেন্‌লা ?~~চপ ।~~ আজ ঠাকুর জামাই আস্‌বেশ ।

কামি । তবে তোঁর আজকে বড় মজা ।

চপ । আ মর আমার মজা আবার কি ?

কামি । ও সরলা, তোঁর ভাতারকে সাবধান করিস্  
যেন তোঁদের বউকে গ্রাস করে না ।সর । বউকে আর গ্রাস কত্তে হবে না ? বউ না তাকে  
গ্রাস কল্লে বাঁচি ।কামি । তা বটে, তোঁর ভাইকে যে গ্রাস করে রেখেছ,  
তাতে আশ্চর্য্য নেই ।

চপ । হ্যাঁলা আমি কি রাহ্‌ যে গ্রাস কর্‌কো ?

( চারুকুমারের প্রবেশ )

কামি । এসো চারু বাবু ভাল আছত ?

চারু । যেমন দেখছো ।

কামি । তোমায় ত ভাল দেখছি নে ?

চারু । কেন বল দেখি ?

কামি । তোমায় বলতে হবে, আমার মাতা খাও বল ?

চারু । বলবো আর কি, বাবাত আর বাড়ির ভিতরের  
কিছুই দেখেন না খালি “ভগবান” “ভগবান” করে  
পাগল হলেন ॥

কামি । ভগবান কে ?

চারু । ঐ যে এক ব্যাটা গোঁড়া ।

কামি । তাইত মহারাজ কি একেবারে পাগল হলেন  
নাকি ?

চারু । প্রায় সেই রকম । সে যা হোক, এখন তোমরা  
সকলে সরলাকে ভাল করে সাজিয়ে গুজিয়ে  
রাখ আজ রাত্রিরে জানাই প্রথম আসবেন ।

কামি । তা আর বলতে হবে না । ও সরলা এদিকে আর  
নালা ?

[ চারুকুমারের প্রস্থান

সর । ওঁর যেন আর ত্বর নয় না ।

চপ । ঠাকুণ্ডিয়া ! ঐ বাক্সর ওপর থেকে চিরুণি আর  
কৌটোটা আনতো ?

কামি । ও কীলা বউ ? ওর কি নজ্জা করে না ? তুই  
নিয়ে আয় না ?

চপ । ( চিরুণি আর কৌটা আনিয়া ) এই মাও ।

কামি । ( হস্ত বিস্তারণ ) দে ! সরলা এদিকে আর ।

সর । যাই ।

নেপথ্যে । ওখানে কে গা ?

কামি । আমরা গো ? কেন ?

নেপথ্যে। কামিনি! সরলাকে ভাল করে মাতা বেঁধে  
দাও।

কামি। এই দিই।

সর। এত তাড়া তাড়ি কি?

চপ। তুই এর তো এখনো ও রস টের পাস্নে।

সর। রস আবার কি?

চপ। আজ রাতে স্বাদ পাবি এখন।

কামি। তুই তাতে ফাঁক যাবিনি।

চপ। ঠাকুরিয়ার বেশ চেহারা কিন্তু।

কামি। এর মধ্যে তোর নজর পড়েছে?

চপ। তোর মুখের কাছে কারুর কথা কবার যো নেই।

কামি। কেন আমি কি গিলে ফেলি?

চপ। প্রায় গেলাই বটে।

কামি। কাকে গিল্লুম বল?

চপ। কেন? তোর বের বচর না ফির্তে ফির্তেই একে-  
বারে ভাতারকে গিলে ফেলি।

কামি। তোকেত গিলিনি, তা হলেই হোল।

সর। কেন গা? তোরা আপ্না আপ্নি মুখ খারাব  
কচ্ছিস?

কামি। মুখ খারাবই বটে।

চপ। দেখ ভাই কামিনি! আমাদের ঠাকুরজামাইটা  
কিন্তু বেশ হয়েছে।

কামি। কেন, তোমারটা কি মন্দ?

সর। হ্যাঁ! দেখ দিকিন্ উনি খালি, এরটা ভাল, ওরটা  
মন্দ এই করে বেড়ান।

কামি। সে যা হোক, এখন জানদার বেদিতে পাঞ্জাই  
মহারাজ এক রকম ও বিষয় হতে নিষ্কৃতি পান।

আর এইটা তাঁর ছোট মেয়ে, একটি ভাল পাত্র  
হলেই হয় ।

চপ । তুমিও যেমন ভাই, তখন কত পাত্র জুটবে ।

কামি । তবে বউ, ভাই জামাই এলে আমাকে ডাকিস ।  
যেন ভাই ফাঁকি দিসনি ।

চপ । তা কি কখন হয়ে থাকে । এখন চল ভাই সব  
সাজিয়ে গুজিয়ে রাখতে হবে ।

কামি । তবে এখন যাই চল ।

[ সকলের প্রস্থান ।

( পট প্রক্ষেপণ )

## দ্বিতীয়াক্ষ ।

প্রথম গর্তীক্ষ ।

রাজসভা ।

( রাজা, ভগবান, জলধর, হলধর এবং

ঘটক আসীন )

ভগ । মহারাজ ! আমার একটি মেয়ে বের সুগিয়া  
হয়েছে, তা আপনাকে এ বিষয়ের কিছু বিবেচনা  
কন্তে হবে ।

রাজা । তার আর আশ্চর্য্য কি ! কতটুকু বলকত ?

ভগ। আজ্ঞা এই পনের উৎরে ঘোলায় পা দেছে ।

রাজা। তবেত কন্যাটি বিবাহের যোগ্য হয়েছে ?

ভল। ( স্বগত ) আপনার কন্যার যে ঘোলা বচর উৎরে  
গেলো, ভগবানের মেয়ের এখনও তবু সম্বন্ধ হচ্ছে ।

রাজা। তবে ঘটক মহাশয় এসেছেন কি ?

ঘটক। আজ্ঞা হ্যাঁ ?

রাজা। আপনি কি পাত্র দেখে এসেছেন ?

ঘট। আজ্ঞা হ্যাঁ, একটা উত্তম পাত্র দেখে এসেছি ?

রাজা। তবে বিবাহের দিন স্থির করা যাক ?

ঘট। মহারাজের ইচ্ছা ?

রাজা। হলধর ! পাঁজি খানা দেখত ।

হল। ( পাঁজি খুলিয়া ) আজ্ঞা ২২শে মাঘ বৃহস্পতিবার  
রাত্রি ২।।০ দণ্ড ৩৬ পল গতে একটা উত্তম লগ্ন  
আছে ।

রাজা। তবে ঘটক মহাশয় খুব চেষ্টিত থাকবেন ।

ঘট। আজ্ঞা তা আপনাকে বলতে হবে না । তবে মহা-  
রাজ আসি ( দণ্ডায়মান স্বগত ) তাইত মহারাজ,  
এখনও কিছু দেবার কথা কচ্ছেন না ; এ কেমনতর  
রাজা ? ( কিঞ্চিৎ গমন ) এখন কি আমি শুদ্ধ হাতে  
বাড়ী ফিরে যাব ? ( পুনর্দণ্ডায়মান প্রকাশ্যে ) তবে  
মহারাজ শীঘ্র শীঘ্রই—ই—ই— যেন কর্মটা আ—  
আ— সম্পন্ন হয়, তবে এখন আসি ।

রাজা। ( ঘটকের অভিমুখি বুদ্ধিতে ) হলধর !  
ঘটক মহাশয়কে কিঞ্চিৎ পথখরচ দেওতো ।

ভল। ( ট্যাক হইতে পাঁচ টাকা লইয়া ) ঘটক মহা-  
শয় ! এই নিন ? ।

ঘট । ( হস্ত বিস্তারণ ) দাও । ( স্বগত ) হুঁ! হুঁ! তাইত বলি, এ ব্রাহ্মণ কি রিক্ত হস্তে যাবে, মনে করেছে ! তেমন কাঁচা ছেলে নন । ( হস্তস্থিত টাকা দর্শন ) আহা! এই বস্তুটির কি আশ্চর্য্য মহিমা । ইহাতে না হয় এমন কর্ম্মই নেই । ইহার জন্যে কত শত কুল-কামিনী সতীত্ব ধর্ম্মকে বিসর্জন দিয়েছে । ইহার জন্যে কত শত ধনী দম্ভা হস্তে প্রাণ হারিয়েছে । তা বলে কি ইহার মান হানি হবে ! কখনই হবে না । সে বা হোক এখন ভট্টচার্য্যগিরি ছেড়ে এক প্রকার ভাল করছি । তাতে খালি আট গণ্ডা পয়সা, জোর একখানা থাল পাওয়া যেতো । এখন ঘট্‌কালি করে যা হোক শত্রুমুখে ছাইদিয়ে পাঁচ টাকা লাভ হচ্ছে, যা হোক, এখন ব্রাহ্মণীকে দিইগে, “তন্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট” সে তুষ্ট হলেই আমার সব হল, তবে এখন যাই ।

[ ঘটকের প্রস্থান ।

রাজা । আহা ! ভগবানের সে ছেলেটা বেঁচে থাকলে এদিন আমার চাকর বইসি হোত । সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা ।

ভগ । আর মহারাজ ! ( দীর্ঘনিশ্বাস ) সে ছেলে বলে ছেলে ? যন তার জন্যে মুকিয়ে বসে ছিল ।

হল । তার কি বোঝারাম হয়েছিল ?

ভগ । ওলাউট ! ( দীর্ঘ নিশ্বাস )

জল । ( স্বগত ) তোমার ওলাউট ধরে না ?

( বিদূষকের প্রবেশ )

বিদু। (স্বগত) ইন্! তাইত আজকে যে এত লোক?

রাজা। আস্তে আস্তা হোক। আসুন (প্রণাম)

বিদু। (হস্ত তুলিয়া) দীর্ঘায়ুরস্ব!

রাজা। আপনার বৃকে ও কিসের মাগ?

বিদু। আজ্ঞা ওক্ষধা আর জিজ্ঞাসা কর্বেন না।

রাজা। কি বল না শুনি?

বিদু। মহারাজ! বোলবো কি আজকে গুয়াটার ভাগ্নে  
বলে যে, মামা! দাসেদের আঁব গাছে আঁব  
পেকেছে, পেড়ে দেবে?

রাজা। তার পর?

বিদু। আমি বলুম দেখিগে চল!

ভগ। বামুন ঠাকুর যে আমারই মত?

বিদু। ওহে তা বলে কি হয়! আঁব সামিগ্রীটে বড  
উত্তম।

জল। তাওত বটে, আপনি বলুন?

বিদু। তার পর ভাগ্নেকে বলুম যে, তুই তলায় থাক,  
যদি কেউ আসে, তুই অমনি কাসবি।

হল। তবে আগ্নি বুদ্ধিতে খাটিয়ে ছিলেন ভাল।

বিদু। ওহে এসব ব্রাহ্মণের বুদ্ধি, তলিয়ে পাওয়া ভার।

জল। তাব আশ্চর্য! ডুবুরি নাবিয়ে পাওয়া যায় কি না  
সন্দেহ—

বিদু। তার পর, আমি মরে পিটে গাছে শু উটলুম?

রাজা। কেন? আমার এখান হতে কাহাকে ডাকলেই  
ত হোতো?

বিদু। মহারাজ! আপনাদের হচ্ছে রাজবুদ্ধি কখন যদি  
ব্রাহ্মণের ছেলে হতেন তা হলে টের পেতেন।

জল । তার পর ?

বিদু । যেমনি আঁব্‌টীতে হাত দোবো অমনি গুয়াটার ভাগে কেসে ফেলেছে ।

হল । তাইত আপনার গ্রহটা তখন বড় মন্দ ছিল ?

বিদু । তার আর কথা কি ।

রাজা । তার পর কি হলো বল দেখি শুনি ?

বিদু । আমি তাড়া তাড়ি অমনি নেবে পড়লুম, নেবে দেখি যে কেউ নেই । তার পর ভাগেকে জিজ্ঞাসা করলুম, কৈ রে কে আসছে ? সে বলে কেউ আসেনি আপনি কাসি পেলেন ?

( সকলের উচ্চঃশাস )

ভগ । তাইত আপনার কর্মটা বিফল হলো ?

বিদু । তা হোল বৈকি ?

রাজা । জলধর ! ভট্টাচার্য্যকে কিঞ্চিৎ প্রণামি দাওত ?  
যে কাজ করেছে প্রণাম করা উচিত ।

জল । যে আজ্ঞা ।

[ জলধরের প্রস্থান ।

বিদু । মহারাজ ! আপনার হলধর মন্ত্রী আপনার আজ্ঞা শীরোধার্য্য করে ও যথেষ্ট হিতসাধন করে ।

রাজা । হাঁ তাত উত্তম ?

বিদু । আর যিনি এখন গেলেন ওঁর খুরে দণ্ডবৎ, অমন বিশ্বাসঘাতক কুটিল আর এ জগতে নেই !

রাজা । কেন ? ও আমার কি আজ্ঞা লঙ্ঘন করলেন ?

বিদু । আপনার আজ্ঞা কথায় লঙ্ঘন করে ।

রাজা । কৈ, কখন ত দেখেতে পাইনে ।



( জলধরের পুনঃ প্রবেশ )

জল । ভট্টাচার্য্য মহাশয় ! এই নিম্ন ( ১০ টাকা দেওন )  
 বিদু । ( হস্ত পাতিয়া টাকা লইয়া পদধূলি মস্তকে  
 দেওন ) এস বাপু ? তোমাদের কুপাতেই আমরা  
 আছি আশীর্বাদ করি রাজলক্ষ্মী অচলা হউন ।

হল । ( স্বগত ) আ মোলো ! এবামুন্ তো কম নয়,  
 এই রাজার কাছে লাগাছিল আবার এর মুখ  
 দেখে ? টাকাতেই সব হয় ।

রাজা । হলধর । ভগবানের কন্যার বিবাহ যাতে নি-  
 র্ব্বিয়ে সম্পন্ন হয় তাই করগে ?

হল । যে আজ্ঞা মহারাজ ?

বিদু । ( সচকিতে ) কি ? ভগবানের মেয়ের বে ? এর  
 চেয়ে আর কি সুখের বিষয় আছে ? বাহবা কি  
 বাহবা !

ভগ । আজ্ঞা আপনাদেরই আশীর্বাদ ।

বিদু । তার আর কি কথা আছে ?

ভগ । ভট্টাচার্য্য মহাশয় ! আপনি সমস্ত কৰ্ম্ম নিৰ্ব্বাহ  
 কর্কেন ?

বিদু । ( স্বগত ) তা দিলে ত পরম ভাগ্য ( প্রকাশ্যে )  
 এমনি ভক্তি বটে ? তবে একটা গান গাই ?

( নৃত্য ও গীত )

রাগিনী পিলু—তাল খাম্‌টী ।

এর চেয়ে কি সুখের বিষয় ভগার মেয়ের বে ।

রাজবাটিতে এসব কৰ্ম্ম সম্পন্ন হবে ॥

ভগার মেয়ে বচর চোদ, খেঁয়ে লব হৃদ মুদ,  
 দূর হয়না যেন সদ্য, বে হবে কবে ॥  
 কিন্তু বেটা ছোট জেতে, পা সরেনা হোথায় যেতে,  
 নেবেনা আপন জেতে, ছাড়বেনা সবে ॥

[ সকলের প্রস্থান ।

( পটপ্রক্ষেপণ )

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।



রাজাস্ত্রপুর ।

রাজার শয়ন গৃহের নিকটস্থ গৃহ ।

( রাজা ও কমলা আসীন )

কম । ( অধোবদনে অবস্থিতি )

রাজা । প্রিয়ে! তুমি বিরস বদনে রয়েছ কেন?  
 তোমার ও রকম মলিন বদন দর্শন কলে, আমার  
 হৃদয় বিদীর্ণ হয়, অতএব প্রাণেশ্বর! অনুগ্রহ  
 পূর্বক মনাভিলাষ প্রকাশ করে বল ?

কম । তোমার আর অত ভাল বাসায় কাজ নেই, আমার  
 যে আলা তা আমিই জানি, আর আমার ইষ্টিদে-  
 বই জানেন তুমি জেনেও তা জানবে না ।

রাজা । কি আশ্চর্য্য! কিছুই যে বুঝতে পাচ্ছিনে?

কম । বুঝে আর কি, বাড়ীতে ১৪ বছরের মেয়ে  
 রয়েছে, তার নাম গন্ধ নেই—

রাজা । তাই বল ! আমি বলি বুঝি আর কিছু হয়েছে ?  
কম । এর চেয়ে আর কি হতে পারে ?

রাজা । তাইত, আমি সে দিন ভগবানের কন্যার বিবাহের জন্ত ঘটক আনিয়েছিলেম । তখন ত আমাকে কেউ কিছু বলে না ?

কম । বলবার কি আর যো আছে ?

রাজা । কেন ?

কম । যে তোমার ভগবান, তাতে কাকে ও আর কথা কইতে হয় না ।

রাজা । সে কি কল্লে ?

কম । অমনি তোমায় লাগিয়ে বোস্বে ?

রাজা । তাইত, কালকে সভায় গিয়ে জলধরকে বোলতে হবে যাতে বিবাহ টা শীঘ্র হয় ।

কম । আপনার যেমন অভিরুচি ?

( চারুকুমার ও রাসবিহারীর প্রবেশ )

চারু । পিতঃ ! রাসবিহারী এসেছেন ?

রাস । (অগ্রসর হইয়া প্রণাম) শারীরিক ভাল আছেন ?

রাজা । এসো বাপু । চিরজীবী হও ?

কম । রাসবিহারি ! তোমার পিতা মাতা সকলে ভাল আছেন ত ? শুনে ছিলাম যে পীড়া হয়েছিল ।

রাস । আজ্ঞা হ্যাঁ ? সুস্থ হয়েছেন ।

রাজা । চারু ! তবে আজ অনেক রাত্রি হয়েছে, রাসবিহারীকে খাওয়ায় দাওয়ায় গে ?

চারু ॥ যে আজ্ঞা চল্লুম । ( গমনোদ্দেশ্য )

রাজা । চারু ! শোন শোন ?

চারু । - ( পুনর্দণ্ডায়মান ) আজ্ঞা, কি বলবেন বলুন ?

রাজা । বলি, জ্ঞানদার বিবাহের সম্বন্ধের জন্য ঘটক পাঠাতে হবে, তা তুমি কাল সকালে পাঠিও ?

চারু । যে আজ্ঞা । আমারও ঐ ভাবনা বড় হয়েছে ।

রাস । কেন, আমার একটা কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছে তার সহিত দিলে হয় না ?

রাজা । তার বয়স কত ?

রাস । আজ্ঞা, এই ১৯ বৎসর ?

রাজা । লেখা পড়া কচ্ছে কি রকম ?

রাস । তা বেশ হয়েছে ?

কম । তাহলে ত বেশ হয় ?

রাজা । চারু ! তুমি আমার জবানি দিয়ে বৈবাহিক মহা-শয়কে কাল এক খানা পত্র লিখো ?

চারু । যে আজ্ঞা এ উত্তম কল্প না তবে এখন আসি ।

রাজা । আগে জামাইয়ের বিছানা করে দিতে বল ?  
গ্রীষ্মকালে এই ঘরটা বড় রমণীয় এজন্মে এই  
খানেই শয্যা করাও ?

চারু । তবে নসিরামকে ডেকে বিছানা করাই ?

রাজা । তাকে শীঘ্র ডাক অনেক রাত্রি হয়েছে ।

চারু । (উঠেঃস্বরে) ওরে—নসে—নসে একবার এখানে  
আরতো ?

নেপথ্যে । আজ্ঞে বাই ।

চারু । তবে আপনি শয়ন করুনগে অনেক রাত্রি  
হয়েছে ।

রাজা । হ্যাঁ আমি চলুম ? তুমি রাসবিহারীকে জল  
খাইয়ে আনোগে ?

চারু । আজ্ঞা চলুম ? রাসবিহারি বাবু ! আহ্নান ।

( নসিরামের প্রবেশ ।

চাকর । ( নসিরামের প্রতি ) ভালকরে বিছানা করে দে ।

[একদিক দিয়া রাজা ও কমলা এবং অন্যদিক দিয়া

: চাকরকুমার ও রাসবিহারীর প্রস্থান ।

নসি । ( নিকটস্থ গৃহ হইতে শয্যা আনিয়া পাতন ও স্বগত ) আহা ! রাজারা কতসুখী, আমি শালা বিছানা কববো, আর তিনি এসে মাগ নিয়ে শোবেন, কাজেকাজেই, তাঁরা আজ্জম্যে কত পুণ্য যে করেছিলেন, তাই এমন ভোগ কচ্ছেন । আমি যে কত পাপ করেছিলাম, তা চিত্রি গুপ্তো খাতায় লিখে উটতে পারেনি । সে যা হোক আজকে এক বার এই বিছানায় শোবো ? তা যা থাকে কুল কপালে । দেখি কেউ আসছে কি না ( গৃহদ্বারে গমন ) না কেউ আসেনি, ( পুনরাগমন ও শয্যায় শয়ন ) আহা ! সাদে রাজারা সুন্দর ? এমন বিছানায় আমরা শুলে আমরাও সুন্দর হই । না, উঠে পড়ি আবার কেউ এসে পড়বে ? ( পুনরুত্থান ) নেপথ্যে বিনামাধুরনি ) ঐরে আসছে এক পাশে দাঁড়াই । ( এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান ) ।

( রাসবিহারীর পুনঃ প্রবেশ )

রাস । ( শয্যায় উপবেশন করিয়া স্বগত ) ~~আমি~~ সব গেল কোথায় ?

নসি । জামাইবাবু ! তামাক ইচ্ছে কর্কেন কি ?

রাস । না তুই এখন যা ।

[ নসিরামের প্রস্থান ।

( কামিনীর প্রবেশ )

কামি । রাসবিহারি বাবু ! ভাল আছেন ত ?

রাস । এক রমক বটে ?

কামি । শুনিছি, আপনি বড় রসিক পুরুষ ?

রাস । কে বলে ?

কামি । কথা তেই টের পাওয়া যাচ্ছে ।

রাস । একটি গান গাও দেখি ?

কামি । তোমার শুনে গাইতে পারি ।

রাস । আচ্ছা আমি গাই—তার পর কিন্তু তোমাকে গাইতে হবে, আর কোন ওজর শুনবোনা ?

কামি । সে ভাল কথা ?

রাস । তুমি গাইলে ভাল হোতো । আমি ভাল গানটান জানি না আচ্ছা তবে শোন—

গীত ।

রাগিনী কল্যাণ—তাল কাওয়ালী ।

যখন ভূষণ যাহা পর সুভাষিনী ।

মনলোভা কিবা শোভা ধর তাহে ধ্বনি ॥

দরশনে তব বেণী, পলায়ন করে কণি ,

প্রবেশি গর্ভে তখনি, লাজে নিন্দয়ে আপনি ॥

হুরিয়ে লো তব রূপ, উথলে যে কামকূপ,

তুপস্থিতপস্যা ছাড়ি, আপনি পাসরে মুনি ॥

ইচ্ছা হয় মম মনে, রাখি তোমা হৃদাসনে,

বাস করি একাসনে, যেমন অলি নলিনী ॥

কামিঃ বাঃ! বেশ গান, আর একটা গাইতে হবে ?

রাস । তা হবে এখন । তুমি একটা গাও ?

কামি । আমি গাবো বটে—কিন্তু সে ভাল গাইতে পার্কে না । কারণ আমরা হচ্ছি মেয়ে মানুষ, কাজে কাজেই সুর বোধ নেই একটা যেমন তেমন শোন ।

রাস । যে রকম জান তাই গাও ।

কামি । আচ্ছা—

গীত ।

রাগিনী মোল্লার—তাল আড়া ।

পিরীতি কি হতো ।

পৃথিবীতে ইহা যদি প্রকাশ না থাকিতো ॥

যে জানে পিরীতি রস, ছু কথাতে হয় বশ,

শেষেতে প্রচার যশ, সর্বদা ভাবিতো ॥

কিনুখ ভ্রাণে কিংশুক, কেতকী হীনে কণ্টক,

ফুটিত ফুল চন্দনে, ইক্ষুতে ফল ফলিতো ॥

যায় যাক জাতিকুল, কেচাহে তাহার মূল,

না হবে মন আকুল, প্রণয় যদি থাকিতো ॥

রাস । বেশ । খুব মিষ্টি গলা, এমন প্রায় শুনি নি ।

কামি । তা বোঝা গেছে, তুমি আর একটা গাও ?

রাস । তাহাচৈ ? ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন ) চুপকর, কে আসছে ।

( চপলার প্রবেশ )

কামি । ( অঙ্গুরি প্রদর্শন ) এইটি তোমার শালাজ ।

চপ । ওলো কামিনী তুই কি সব মজা আপনি কল্লি?

কামি । নালো? তোর জন্তে খানিক-টে রেখেছি ।

চপ । তা বুঝিচি? এখন কি ঠাকুরঝিকে আনবো?

কামি । হ্যাঁ আনবি বই কি? তোর ঠাকুরজামাই নব  
স্বধাপানের জন্তে চকোরের ন্যায় অপেক্ষা কচ্ছে ।  
তুই শীগগির যা ।

রাস । তোমরা স্বধা দান কলে আর আমার অপেক্ষা  
কস্তুে হয় না ।

কামি । তা বুঝিছি । ওলো বউ! শীগগির যানা?

চপ । যাই ।

[ চপলার প্রস্থান ।

[ নেপথ্যাভিমুখে জ্ঞানদার প্রস্থান ।

রাস । এটা কে?

কামি । তোমার ছোট শালি ।

রাস । ( স্বগত ) ইস্! এর সঙ্গে আমার ছোট ভেয়ের  
বে হবে? তা হলেই হয়েছে!

কামি । মনে মনে কি ভাবছো?

রাস । নাকিছুনা, এর বয়স কত?

কামি । এই ১৪।১৫ আন্দাজ ।

( চপলা ও অবগুণ্ঠন বদনে সরলার প্রবেশ )

কামি । তবে রাসবিহারি বাবু! আজ্ আম্রা আসি?  
অনেক রাত্রি হয়েছে। তুমি সরলাকে নিয়ে  
শোও ।



রাস । তোমার কাছে আমার একটা গীত পাওনা  
আছে ! গেয়ে যেতে হবে ।

কামি । আজ থাক, অনেক রাত্রি হয়েছে ।

রাস । তা হ'লিইবা, তাতে হানকি ?

কামি । ওলো চপলা, তুই একটা গান গানা ভাই ।

রাস । হ্যাঁ, ভাল কথা বলেছ, ওঁকে একটা গান গাইতে  
হবে ।

চপ । ভাই কামিনি ! আগে তুমি ধার শোধো তার পর  
আমি গাচ্ছি ।

কামি । তবে শোন—

গীত ।

রাগিণী ললিত—তাল খয়রা ।

কেন গো সজনি আমার অকারণে বিড়ম্বনা ।

না হতে প্রেমোদয় হল বিচ্ছেদ যাতনা ॥

অন্যের গো রস রঞ্জে, সদা দিব অঙ্গ সঞ্জে,

যদি সে পিরীতি ভঞ্জে, তবেত যাতনা ॥

না হলেম নাথ বশ, না জানিলাম প্রেমরস,

কেন চঞ্চল মানস, কি করি বলনা ॥

চপলা ! তুই একটা গা ?

রাস । বেশ ! উনি একটা গাইলেই হয় ।

চপ । ( মুখে বস্ত্র দিয়া হাস্য ) আমি ভাই—

কামি । আবার আমি ভাই কি ? তাহবেনা গাইতেই  
হবে । আমাকে গাইয়ে ফাঁকি দেবে মনে করেছ ?

চপ । নানা তাকি কত্তে আছে ? তবে শোন ।—

গীত ।

রাগিণী ঝাঁঝিট—তাল আদ্রা ।

মরি হায়, হোলো কি এদায় ।

লয়ে যৌবনের তরি, করি কি উপায় ॥

নাহি এতে কর্ণধার, করিবেন যিনি পার,

বিনে তিনি এ অপার, কাল বয়ে যায় ॥

যুবতি রমণী আমি, তাহে মম ক্ষীণ স্বামী,

বিশেষতঃ অন্ত গামী, মানে প্রাণ যায় ॥

বিরহিনী নারী যত, হোয়ে সবে এক মত,

বিধিকে করিতে হত, করুক উপায় ॥

( কামিনীর প্রতি ) উনি ভাই কিমনে কল্লেন ?

কামি । মনে আর কর্কেন্ কি ? রাসবিহারি বাবু ! আজ আসি ?

রাস । হ্যা অনেক রাত্রি হয়েছে বটে ?

কামি । আররে চপলা ? আমরণ ! চোকের পাতা পড়েনা যে ?

চপ । চল চল শুইগে ।

[ কামিনী ও চপলার প্রস্থান ।

(পট প্রক্ষেপণ ।)

## তৃতীয়াক্ষ ।



রাজ সভা ।

( রাজা, জলধর এবং ভগবান আসীন )

রাজা । এখনও বর এলনা এর কারণ কি ? বিশেষতঃ  
গোধূলি লগ্নে বিবাহ ।—

নেপথ্যে । মহারাজ ২ ( দ্রুতবেগে বিদূষকের প্রবেশ ও  
মূচ্ছা ) একি ! বয়স্তু যে ? ( জলধরের প্রতি )  
দেখ দেখ ? কি হল ।

( বরযাত্রিদের প্রবেশ )

রাজা । মহাশয়েরা এ দিকে আসুন ? জলধর ! ভট্টাচার্য্যের  
মূচ্ছা ভঙ্গ হয়েছি কিনা দেখত ?

জল । ( বিদূষকের নাসিকায় হস্ত দিয়া ) আজ্ঞা ! একটু  
নিশ্বেস পড়ছে ।

বর-যা । মহারাজ কি হয়েছে ? উনি অমন করে শুয়ে  
কেন ?

রাজা । এইমাত্র উনি দৌড়ে এসে মহারাজ ২ বলে মূচ্ছা  
গেলেন । বিশেষ কারণ কিছু বলতে পারি না ।

বিদূ । ( মূচ্ছাভঙ্গ ও রোদন স্বরে ) মহারাজ ! ডাকাত  
গুলো কোন দিকে গেল ? গরিব ব্রাহ্মণকে কেটে-  
ছিল আর কি ! ( ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত ও মূচ্ছাস্বরে )  
ইস্ এরা কারারে ?

রাজা। (ঈষৎক্ৰান্ত) সে ডাকাত নয়। ভগবানের কন্যার  
বিবাহ, তার বরযাত্র ?

বিদূ। না মহারাজ ! তারা এ পর্য্যন্ত বল্লে যে, ওরে সকলে  
সাবধান হয়ে চল, রাজার বাড়ী যেতে হবে। আর  
মহারাজ, তাদের হাতে বড় মশাল, দেখিই আমার  
আত্মা পুরুষ বেরিয়ে গেছে।

বর-যা। (হাস্য) ভট্টাচার্য্য মহাশয় এদিকে আসুন ?

বিদূ। (নিকটে গমন) আচ্ছা আমি একটা প্রশ্ন জি-  
জ্ঞাসা করি বল দেখি ?

বর-যা। কি বলুন ?

বিদূ। এমন কি বস্তু আছে, যাহা শীত কালে উষ্ণ ও  
গ্রীষ্ম কালে শীতল হয় ?

বর-যা। “কূপোদকং বটচ্ছায়া শ্যামা-স্ত্রী ইষ্টকালয়ং ।  
শীতকালে ভবেদুষ্ণং গ্রীষ্মকালে চ শীতলং” ॥

বিদূ। (মুখ ভঙ্গি করিয়া) আচ্ছা মানে ভাঙ দেখি ?

বর-যা। কূপের উদক, ও বট বৃক্ষের ছায়া, ইষ্টক  
নির্মিত গৃহ ও শ্যামাস্ত্রী এই চারি বস্তু শীত কালে  
উষ্ণ ও গ্রীষ্ম কালে শীতল হয়। আচ্ছা ? আপনি  
এই টের মানে বলুন দেখি ?

বিদূ। (স্বগত) সৰ্কসনাশ কল্লে দেখতে পাচ্ছি।  
(প্রকাশ্যে) কি বল ?

বর-যা। “বেদবেদাঙ্গ তত্ত্বজ্ঞো জপ হোম পরায়ণঃ ।

আশীর্বাদ বচোযুক্ত এষ রাজপুরোহিতঃ” ॥

বিদূ। হুঁ ! গোটাকতক অঞ্জলির মন্ত্র পড়ে গেলে ? এর  
আর মানে বলবো কি ?

জল। (স্বগত) আ আমার পোড়া কপাল ! ওকে

আবার জিজ্ঞাসা কচ্ছে? এতক্ষণ ওখানে বোসে  
আছে এই ওর বাহাছুরি।

বর-যা। ('হাস্য')

( একদিক দিয়া বর ও অন্যদিক দিয়া পুরোহি-  
তের প্রবেশ )

ভগ। পুরোহিত মহাশয়! এলেন কি?

পুরো। হ্যাঁ হে, বরকে নিয়ে এসো?

ভগ। আচ্ছা বাই! ( বর লইয়া পুরোহিতের নিকট  
গমন ও মন্ত্র পঠন। )

রাজা। জলধর! বরযাত্র মহাশয়দের আহারের উদ্যোগ  
হয়েছে কি?

জল। আচ্ছা দেখে আসি প্রস্তুত হয়েছে কি না।

[ জলধরের প্রস্থান। ]

বিদূ। তবে মহারাজ! আমাদেরও—ও—

রাজা। বিলক্ষণ আপনার আগে?

পুরো। ভগবান! বরকে স্ত্রীআচার কত্তে নিয়ে যাও?

ভগ। যে আচ্ছা!

[ বরকে লইয়া ভগবানের প্রস্থান। ]

( জলধরের পুনঃ প্রবেশ )

রাজা। সব আয়োজন হয়েছে কি?

জল। আচ্ছা হ্যাঁ! বরযাত্র মহাশয়েরা একবার গাত্রো-  
থান করুন?

রাজা । তবে চল আমি একবার দেখে আসি কেমন হয়েছে ? তুমি এখানে থাক ?

[ বিদূষক রাজা ও বরষাত্রদিগের প্রস্থান ।

জল । ( স্বগত ) হলধরকে ডেকে এলুম, তা এখন আসছে না কেন ?

( হলধরের প্রবেশ )

হল । ওহে জলধর ! ভগ্না ব্যাটা তো ফাঁকি দিয়ে মেয়ের বে দিয়ে নিলে ?

জল । নিগ্না ব্যাটা কত গেবে, তার পর কত ধানে কত চাল তা টের পাবে এখন ?

হল । তাইত হ্যা তুমি কি কল্লে ?

জল । ওহে ! বেশ একটা উপায় হয়েছে ।

হল । ( সোৎস্রুকে ) কি রকম বল দেখি শুনি ?

জল । একবার কবিরাজকে হাত কত্তে পার ?

হল । তা হলে কি হবে ?

জল । পার কি না ? তা হলেই হবে ।

হল । আচ্ছা ডাকাচ্ছি । ( উচ্চৈঃস্বরে ) হুঁয়া রামসিং হায় ?

নেপথ্যে । হায় মহারাজ !

হল । জল্টি কর্কে কবিরাজকো বোলাওতো ?

নেপথ্যে । যো হুকুম ।

জল । আর ভাবনা কি ? কিন্তু মহারাজ যেন ঘুণাকরে না টের পান ।

হল । তার ভয় কি ? যখন শম্মাদয় এর ভিতর আছেন,

তখন মহারাজ ছেড়ে স্বয়ং ব্রহ্মা পর্য্যন্ত টের পান  
কি না সন্দেহ ।—

জল । সে যাঁ হোক, মহারাজের কি নীচপ্রবৃত্তি একটা  
মূর্খকে নিয়ে সভায় বসে হয়, আর আমি তুমি  
প্রভৃতি করে যেন চাকরের ন্যায় ।

হল । আমাদের নিজের (মধ্যমার নিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলি  
দিয়া) এই কিছু লাগবে ।

জল । তাতে ক্ষতি নাই । এখন কবিরাজ এলে হয় ?

( কবিরাজের প্রবেশ )

হল । আসুন কবিরাজ মহাশয় !

কবি । আমায় ডেকেছেন কেন ?

জল । আপনার সহিত একটা কথা আছে ?

কবি । কি কথা বলুন না ?

জল । ভগা ব্যাটাকে আর রাজবাটিতে ঢুকতে দেওয়া  
হবে না ।

কবি । ত.ব শুভ্রন, সে দিন এইখানে এসেছিলুম বটে,  
কিন্তু পাড়ারগেঁয়ে খেঁকি কুকুরের মত ন্যাঙ্গ  
গুড়িয়ে যেতে হয়েছিল ।

হল ! ইস্ ! দেখুনদেখি । এতে কি ব্যাটাকে এখানে  
আসতে দেওয়া উচিত ?

কবি । কখনই নয় ? তবে এখন আমি হতে আপনাদের  
যদি কোন উপকার হয় তা হলে আমি প্রাণপণ  
যত্নে সম্পন্ন করবো । বলুন ?

জল । প্রথমতঃ দ্বারপালদের বারণ করে দি । তার পর  
আপনি রাজাকে গিয়ে বলুন, যে ভগবানের ক্ষর

হয়েছে। তার দিন দুই পরে গিয়ে বহু ন ঘে  
তার গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়েছে।

কাব। তাইত! মন্ত্রী মহাশয়দের আচ্ছা বুদ্ধি। এখন  
সফল হলে হয়।

হল। তাতে কোন চিন্তা নেই। কারণ শম্মারা যখন  
এতে হস্তার্পণ করেছেন তখন তাকে ভালকরে  
শেখাব।

কাব। তবে এখন আমি চল্লম? দিন দুই বাদে আবার  
এখানে আসবো!



জল। তবে আম্বন্থ যেন মনে থাকে।

[ কবিরাজের প্রস্থান।

হল। এখন কবিরাজকে ত হাতে এনেছি। দ্বারপাল-  
দের আন্তে পাল্লেই হয়।

জল। সেওত আমাদের হাত, বারণ কল্লেই হলো?

হল। তবে ডাকা যাক (উচ্চৈঃস্বরে) রামসিং!

নেপথ্যে। হাঁ বাবু—

হল। জল্‌তি হিঁয়া আও।

( রামসিংহের প্রবেশ )

দেখো, ভগবানকো এ মোকামমে মাং আনে  
দেও? যব আবেগা গদান্না দেকে লিকালো।

রাম। যো হুকুম।

জল। শুন, আন্টের যো সব দরোয়ান হুইপর রয়থেহো,  
ও সব লোককো মানা কর্কে দেও।



হল। আর যব ভগবান রাজবাটীমে আওরেগা, তোম  
ওস্কে বলিও যে মহারাজকে হুকম বদল গিয়া ?  
তোয়ারা মাপিক্ আদমি নেহি আওনে দেগা ।  
রাম। যো হুকুম ?

[ রামসিংহের প্রস্থান ।

হল। যা হোক এখন তো এ ছুয়াটাকে হাতে এনিছি ।  
এখন জগদীশ্বর যা করেন ?

জল। যে মংলোপ্ করা গেছে, এ জালে একবার  
ফেলতে পাল্লে—হয় তো, তাহলেই মেরে দিছি  
আর কি ?

( বিদূষকের পুনঃ প্রবেশ )

বিদূ। ওহে ! তোমরা কি পরামর্শ কচ্ছো ? শুনতে পাই  
না ?

জল। আমুন ভট্টাচার্য মহাশয় ? ( প্রণাম )

বিদূ। ( উদরে হস্তার্পণ ) বলি এর কিছু হবে কি ?

হল। কেন ? ভগবানের কন্যার বিবাহতে কি আপনার  
কিছু হয় নাই ?

বিদূ। ওহে সে খালি ব্রাহ্মণের হল। ব্রাহ্মণীর কই ?

জল। আপনার আর একটা ফলার অতি শীঘ্র হবে ?  
যদ্যপি আশীষীদের জোর থাকে ।—

বিদূ। ( সপুলকে ) কোথায় হে ?

জল। ভগবানের আক্ষে—

বিদূ। না, মিছে কথা ! এই তাকে দেখে আসছি,  
আমাকে প্রণাম কল্লে ?

হল । ( জলধরের প্রতি ) আবার ! বেটার অগতি হও-  
য়ার দরুণ দানো পেয়েছে, ও—সে ভগবান নয় ।

বিদূ । সত্য সত্যই কি ? মাইরি, বিশ্বাস হয় না ?

হল । বিলক্ষণ ? আপনার সঙ্গে কি ব্যঙ্গ কৃচ্ছি ?

জল । মহাশয়, সে ভূত হয়েছে, সাবধান হবেন । যেন  
আপনাকে পেয়ে বসেনা ।

বিদূ । তবে গাইত্রিতে আউড়ে রাখলে হয় না ? না আণ্ড  
সারটা করবো ?

হল । কেন আপনি কি ভাল জানেন্ না ?

বিদূ । তবে শোন দেখি ? মুখস্থ আছে কি না ?

“গঙ্গেচ যমুনেচৈব গোদাবরী সরস্বতী, নৰ্মদা সিন্ধু  
কাবেরী সন্ধিকুরু পক্ষিপত্যে নম ইতি” ।

জল । ( স্বগত ) কি গাইত্রি বল্লেন্ দেখেছ, জলশুদ্ধটাই  
আউড়ে গেলেন ! ( প্রকাশ্যে ) এই যে আপনার  
বেশ অভ্যাস আছে । ব্রাহ্মণের সম্ভান না হবেইবা  
কেন ?

বিদূ । ওহে ! আমাদের থাকবেনা তো থাকবে কাদের ?  
ব্রহ্মান্দিদেব এখনও শম্মাদের শরীরে মূর্তিমান ।

হল । তা বটেইত ।

বিদূ । তবে আন্ধের আয়োজনটা কি রকম হবে শুনি ?

জল । সে অতি উত্তম রূপই হবে ।

বিদূ । তবু শুনি কি রকম উত্তম, মধ্যম, না অধম ?

হল । তিনই হবে ।

বিদূ । তবে আমাদের কোন্টা ? —

জল । যা হয়ে থাকে —

হল। (স্বগত) 'যার বে তার মনে নেই, পাড়া পড় সির ঘুম নেই'। তার মরণ কোথায় তার ঠিক নেই? ওর আন্ধ নিয়ে টানা টানি, আবার শুদ্ধ আন্ধ নয়, উত্তম, মধ্যম, ফলাহারটা হবে কি না, তা ওঁকে বল। ব্যাটা কি পেটুক?

বিদূ। ইলধর বাবু কি ভাব্চ? দক্ষিণের যোগাড় কোচ্চো না কি? তা আমি যেন একটা ঘড়া পাই? এসব তোমাদের হাত।

হল। হাঁ, তা আপনাকে বলতে হবে না? যাতে সম্ভূষ্ট হন তাই করবো।

বিদূ। তবে এখন আদি?

[ বিদূষকের প্রস্থান। ]

জল। এখন আপদ বিদেয় হোলো, চল এখান থেকে যাই? রাত্রি অনেক হয়েছে।

হল। চল যাওয়া যাগ।

[ উভয়ের প্রস্থান। ]

(পটপ্রক্ষেপণ।)



## চতুর্থী ক ।



রাজ সভা ।

রাজা, জলধর ও সভাসদগণ উপবিষ্ট ।  
( বৈতালিকদিগের গীত, ও বন্দীর স্তুতিপাঠ )

নেপথ্যগীত ।

( রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল আড়াঠেকা )

সভা শোভিছে কেমন !

শতচন্দ্র জিনি প্রভা, হরে মুনি জনমন ॥  
ধনী মানী জ্ঞানী জন, সভাপূর্ণ সভাগণ,  
হেরিলে জুড়ায় মন, মুস্থির মন নয়ন ॥  
নরপতি অতি ধীর, সংগ্রামেতে অতি স্থির,  
ভীষ্মদেব সমবীর, নাহি এই ভূমণ্ডলে,—  
পালিছেন সব প্রজা, দিয়ে দুষ্কদের সাজা,  
ধন্য ধন্য হেন রাজা, আঁখি কভু দরশন ॥

বন্দী । হে মহারাজাধিরাজ জয়সিংহ ! আপনি শৌর্য্য,  
বিদ্যা, ও সরলতা প্রভৃতি সমস্ত সদগুণে বিভূ-  
ষিত । ভবচ্ছদৃশ মহানুভব নরপতি এক্ষণে ভূম-  
ণ্ডলে অতি বিরল । আপনি প্রজা রঞ্জে রামচন্দ্র,

‘প্রতাপে ভীষ্ম, ধর্মো যুধিষ্ঠির, বদান্তে কর্ণসদৃশ,  
ও পরন্তপে অনেক তাপসদিগকে লঙ্ঘিত  
করেন। জানপদ বর্গের হিতানুশাসন করণার্থে  
আপনি পৃথ্বীতে জন্ম গ্রহণ করেছেন। আপনি  
দোদীপ্ত দৈত্যাদিগের শমন ও ধর্মার্থী শিষ্ঠদিগের  
বন্ধু। আপনার সুবিস্তৃত রাজ্যে চৌর্য্যবৃত্তি একে-  
বারে লোপ হয়ে গেছে, এবং সুশাসন গুণে  
রাজ্যময় যশোপতাকা উদ্ভীয়মান হচ্ছে। অতএব  
হে প্রজাশেখর! আপনার উপনেয় কোথায়?  
আপনার নিকেতনে অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং লক্ষ্মী,  
সর্দা গুণালঙ্কৃত আপনার অপত্য। সূত্রাং হে  
নরশ্রেষ্ঠ! আপনার ন্যায় সুখি কে? হে রাজকুল  
ভিলক! আমাদের এই ইচ্ছা যে, আপনি দীর্ঘ  
জীবী হয়ে অস্মদিগকে প্রতিপালন করুন।

নেপথ্যে। বল, ব্যাটা বল?

“গুরুমহাশয় গুরুমহাশয় তোমার পোড়ো ঘুমিয়ে  
কাতর। ছোবড়ি ছটা ডিম পেড়েছে ঝ্যাংলার  
ভিতর।”

রাজা। ইন্! ও দিকে এত গোল হচ্ছে কেন?

জম। আচ্ছা হ্যাঁ, এই যে এই খানেই আস্চে? আপ-  
নার প্রিয়বয়স্ক।

(বিদূষককে স্কন্ধে করিয়া চারজন

চাপ্রামির প্রবেশ)

বিদু। (স্কন্ধ হইতে অবতরণ) মহারাজের জয় হোক।

রাজা। একি! বয়স্তু যে? একপ অবস্থায় কেন? অঙ্গ  
সকল ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে যে।

বিদূ। মহারাজ! এ ব্যাটারদের আগে বিদায় করুণ,  
তার পর সমস্ত বৃত্তান্ত বলছি।

চাপ্। ধর্ম অবতার! ইনি কি আপনার লোক?

রাজা। হাঁ।

চাপ্। যে আজ্ঞা? (কপালে হস্ত দিয়া) ছেলাম।

[ চাপরাসিদিগের প্রস্থান।

রাজা। কি বৃত্তান্তটাই শুনি?

বিদূ। তবে শুনুন? মহারাজ! গরিব ব্রাহ্মণের ছেলে,  
দুঃখের চেষ্টা ক'রে দুই প্রহর বেলার সময় বাড়ীতে  
ফিরে এইছি, এমন সময় আমার বাপের ঠাকুর  
বল্লেন,—

রাজা। বাপের ঠাকুরটা কে।

বিদূ। আর মহারাজ! এইটে আর বুঝতে পাল্লেন  
না? বাপের ঠাকুর কি না চোদ্দ পুরুষের কেনা  
ঠাকুর, তিনিই কিনা—সেই তিনি,—অর্থাৎ কিনা  
গরিব ব্রাহ্মণী, অর্থাৎ গিন্নি কুললক্ষ্মী।

রাজা। সে সব যাক। তার পর কি হোলো?

বিদূ। প্রিয়সী বল্লেন যে, পোড়ার মুকো! পাঁচ জনে  
প'ড়ে মুখুয্যেদের বাগান টাগান সব নুটে নেগ্যাল  
আর আঁব কাঁটাল পতে ছড়িয়ে দিয়ে গেল। তুই  
গিয়ে গুচ্চির কুড়িয়ে আনা? কেমন প্রিয়সীর  
প্রিয় বাক্য দেখুন!

জল। আপনি কি কল্লেন?

বিদূ। আমি ওমনি বড় একটা ধামা নিয়ে যেমন দৌড়ে কুড়তে যাবো, ওমনি দারগা এসে কাঁক করে ধরেছে, বল্লে যে তোমাকে সুরথালে সাক্ষী দিতে হবে ।

রাজা। তাইত, তার পর ?

বিদূ। দারগার মুখ দেখিই আমার আত্মা পুরুষ শুকিয়ে গেলো, অমনি একটা ২২ নম্বরের আছাড় খেলুম ।

জল। তবে আপনি রক্ষা পেলেন কেমন করে ?

বিদূ। কেবল মহারাজের কুপায় ?

রাজা। সে কি রকম ?

বিদূ। আমি বল্লুম যে, আমাকে ধোরো না। আমি মহারাজের লোক ; শীগগির ছেড়ে দাও ? নচেৎ পরে বড় বিপদ ঘটবে ।

রাজা। তারা কি বল্লে ?

বিদূ। দারগা বল্লে যে, দেখ চাপ্রাসি যদি সত্য হয়, ভালই । না হলে কানে খোলাম দিয়ে আন্বি ?

জল। তার পর ?

বিদূ। দারগা বল্লে তবে যাও ?

জল। আপনি কি বল্লেন ?

বিদূ। আমি বল্লুম যে, আমি হেঁটে যাবার ছেলে নই । কাঁধে করে নিয়ে যেতে হবে ? বিশেষ পড়ে যাওয়াতে বড় আঘাত লেগেছে ।

রাজা। তার পর ?

বিদূ। তার পর মনে কল্পুম যে বের সময় একবার পাল্কী চড়িছি, আর মরবার সময় চোড়বো ।

তাতে গুরুর কেমন ক্রুপা হোলো, যে মধ্যে একবার  
পেয়দার কাঁদে চড়লুম। একি সাধারণ বুদ্ধিতে হ-  
য়েছে! দেব গুরু বৃহস্পতির ভায়রাভাই বলে হয়।

( সকলের হাস্য )

নেপথ্যে। চল-বেটারা চল?

( একজন ব্রাহ্মণ, দ্বারপাল ও হস্তবদ্ধ

চার জন চোরের প্রবেশ )

রাজা। ( ব্রাহ্মণের প্রতি ) আস্তে আস্তে হয়।  
( প্রণাম )

ব্রাহ্ম। ( হস্ত তুলিয়া ) কল্যাণমস্ত ! মহারাজ! এই চার  
ব্যটা চোরে আমার সর্বনাশ করেছে, অতএব  
আপনি এর বিচার করুন।

রাজা। দ্বারপাল ! তুমিই কি চার জনকে ধরেছ?

দ্বার। আজ্ঞা হ্যাঁ।

রাজা। জলধর! এদের কি সাজা দেওয়া উচিত?

জল। নরপতে! শালে দেওয়াই কর্তব্য, কারণ রাজ্যে  
চৌর্য্য বৃদ্ধি অধিক হয়েছে। বিশেষতঃ ছুষ্টের  
দমনার্থে আপনার জন্ম।

রাজা। ( দ্বারপালের প্রতি ) চার জনকে শালে দাও  
গে? আর জলধর? ( ব্রাহ্মণের প্রতি নির্দেশ  
করিয়া ) এঁর ক্ষতি পূরণের জন্যে কিঞ্চিৎ দাও  
গে।

জল। যে আজ্ঞা। ( ব্রাহ্মণের প্রতি ) তবে মহাশয় কল্য  
প্রাপ্তে আস্বেন।

ব্রাহ্ম। আচ্ছা! মহারাজের জয় হোক।



[ এক দিক দিয়া ব্রাহ্মণ ও অপর দিক দিয়া  
চার জন চোর ও দ্বার পালের প্রস্থান ।

বিদূ। মহারাজ! আপনিও যেমন, আপনার মন্ত্রীও  
তেমনি! “হবাচন্দ্র রাজা আর, গবাচন্দ্র মন্ত্রী”!

রাজা। কেন?

বিদূ। মন্ত্রী বলেন শীলে দাওগেত শীলে দাওগে—শাল  
ক রকম আছে তা জানেন?

রাজা। কয় রকম তুমি বল দেখি?

বিদূ। তাও বুঝি জানেন না! হা! হা! হা!—

রাজা। তবু শুনতে পাই না?

বিদূ। ছয় রকম।

রাজা। কি, কি?

বিদূ। গায়ে দেয় শাল, মন ১২৬০ মাল, শাল মাছ.  
শালকাঁটা. শালকাঠ, আর চোরকে দিতে বলেন  
যে শালে, সেই এক শাল।

সকলে। ( হাস্য )

রাজা। তাইত কে বলে হ্যাঁ ভট্টাচার্য্য মহাশয় লেখা  
পড়া জানেন না?

বিদূ। বিলক্ষণ! ও সব কথা শোনে কেন? উদরে  
চপেটাঘাত কল্লে—

[ কবিরাজের প্রবেশ ।

রাজা। আসুন কবিরাজ মহাশয়?

কবি। মহারাজ! আজকে একটা বড় অশুভ দর্শন করে  
এলাম।

রাজা। অশুভ কি?

কবি। আজ্ঞা ভগবানের জ্বর হয়েছে।

রাজা। হ্যাঁ তাইতে ভগবানকে এ দুদিন দেখতে  
পাইনে বটে?

বিদূ। (স্বগত) একি! এই ভগবানের আন্ধের কথা  
শুনে একটা যোলাপের যোগাড় কচ্ছিলুম, এ  
আবার কি?

রাজা। কি ভাব্‌চো হে?

বিদূ। বড় কিছু নয়, বলি কি বেলাটা অনেক হয়েছে।

রাজা। তা হলেই বা, আহার হয়েছে ত?

বিদূ। মহারাজ! ও কথা কবেন না।

রাজা। (স্ববিস্ময়ে) কেন এখন ও কি তোমার আহার  
হয় নাই?

বিদূ। নরপতে! আপনাদের মতন ত আমাদের বিধাতা  
পুরুষ তিন্ সকালে মাপান্নি?

রাজা। তোমাদের বিধাতা পুরুষ কি করেন?

বিদূ। তিনি এতক্ষণ শর বনে পড়ে ঘুন্‌চ্ছেন্?

রাজা। তার পর কি কর্‌ছেন?

বিদূ। এর পর ঘুম থেকে উঠে, একটা বিড়ের উপর  
বোসে, একটা কল্‌সির কানার উপরে একটা  
থালি হুঁকোতে, একটা লম্বা নল দিয়ে, আর  
মেরুর উপর একবার করে একটু ছুঁচোর গু দিয়ে  
টান্‌বেন্।

জল। মেরু কি রকম?

বিদূ। হা! হা! হা! তাও জাননা অর্থাৎ কল্‌কের পোঁ।

ভাঙা। (সকলে-হাস্য)

বিদু। বেলা দুই প্রহরের সময় আদার্থ্যাচ্ছা করে  
পাবেন ।

রাজা। সে কিরকম ?

বিদু। আচ্ছা হবিষ্য ?

রাজা। সে কি মন্দ ?

বিদু। আপনাদের মতন ত আমিষ্য হবিষ্য নয় ?

রাজা। ব্রাহ্মণ দেব কি রকম ?

বিদু। আচ্ছা আমাদের নির্মিষ্য হবিষ্য ।

জল। কেন, আপনি যখন লোকের বাটিতে ফলাহার  
কত্তে যান ?

বিদু। আরে ব্যাল্লিক ! ফলাহারের নাম নেই, কেবল  
বদ্নাম দিতে পারে ।

রাজা। কবিরাজ মহাশয় ? আপনি ভগবানকে ভাল  
ঔষধ দেবেন, যেন শীঘ্র আরোগ্য হয় ?

কবি। যে আচ্ছা যাতে সত্ত্বর সুস্থতা পায়, তার চেষ্টা  
বিধিমন্তে করুবো ।

বিদু। মহারাজ ? ও কবিরাজকে বিশ্বাস কর্কেন্ না ?  
উনি গায়ের মলার ঔষধ করেন ।

কবি। তোমার মতন লোক হলে, গায়ের মলা তো পদে  
আছে, অন্য কত মলা দিয়ে সারতে ?

রাজা। মিচে কেন বাধিতণ্ডা কর্চেন ?

কবি। তবে মহারাজ আজ আসি ?

[ কবিরাজের প্রস্থান ।

( দ্বারপাল ও একজল চোরের প্রবেশ )

দ্বার । ( ছেলাম করত ) মহারাজ ? তিন ব্যাটাকে  
শালে দিলুম, কিন্তু এ ব্যাটাকে দিতে পাচ্চিনা ।

রাজা । কেন ?

দ্বার । শালের কাছে নিয়ে গেলে বলে যে, আমি একটা  
বিদ্যা জানি, মরে গেলে সে বিদ্যাটাই লোপ্ পাবে;  
এজন্য আমি মহারাজকে সে বিদ্যা দোবো ?

রাজা । কি বিদ্যা ?

চোর । অতি আশ্চর্য্য বিদ্যা ?

বিদ্ব । তোমার স্ববিদ্যা ত নয় ?

চোর । আজ্ঞা না ?

রাজা । বিদ্যাটাই কি শুনি ?

বিদ্ব । মহারাজ ! আপ্নাকে বুদ্ধি অবিদ্যা দেবে ।

চোর । মহারাজ ! আমি এক তিল সোনাকে পুতে গাছ  
করে তাতে এক ভরি শোনা ফলাতে পারি ।

বিদ্ব । ঐ বলে তুমি পার পাবে মনে করেছ ?

চোর । আজ্ঞা যদি না হয়, তবে আমাকে পুনরায় শালে  
দেবেন ?

রাজা । এ বেশ কথা । তবে কোথায় পুতে হবে ?

চোর । আজ্ঞা যে খানে বলবেন ? কেবল মাটি হলেই  
হল ।

জল । এখানে হয় না ?

চোর । কেন হবেনা ? একটা টবে করে মাটি আন্লেই  
হবে ।

রাজা । ( জলধরের প্রতি ) তবে একটা টব আনাও ?

জল । আচ্ছা, আনাচ্ছি, (উচ্চৈঃস্বরে) রামসিং ।

নেপথ্যে । মহারাজ ?

জল । মাট্টি সমেত একটো টব বোলাও তো !

নেপথ্যে । যেন্নহকুম্ ।

বিদূ । মহারাজ ? চোর ব্যাটার আচ্ছা প্রমাই কিন্দু ।

জল । এখনি সব টের পাওয়া যাবে এখন ।

( টবহস্তে রামসিংহের প্রবেশ ।

হুঁয়া পর রাখ্ দেও !

( টব রাখিয়া রামসিংহের প্রস্থান ।

চোর ॥ আর একভিল শোনা চাই ?

জল । আমিই আনিগে ?

[ জলধরের প্রস্থান ।

বিদূ । জলধর বাবু ? তার সঙ্গে কলসি, কাচা, ধন্চে  
ধুনোর——

রাজা । ও সব কেন ?

বিদূ । আচ্ছা চিতের যোগাড়্ টাত চাই ?

রাজা । ( চোরের প্রতি ) দেখো যেন্ ফাঁকি হয় না ।

চোর । আচ্ছা তাত আমি আগেই বলে রেখেছি ?

বিদূ । কি বলে রেখেছ ?

চোর । না হলে আমাকে শালে দেবেন্ ?

বিদূ । আচ্ছা তুমি যদি এমন্ বিদ্যা যান, তবে কেন চুরি  
করে মর ?

চোর । বোঝ্‌বার ভ্রান্তি ?

( জলধরের পুনঃ প্রবেশ )

জল । ( চোরের প্রতি ) এই সোনা নে ?

চোর । ( হস্ত পাতিয়া ) দিন ।

বিদূ । ( স্বগত ) কোথায় চোরকে শালে দেব, না কোথায় সোনা—

চোর । মহারাজ ! তবে এদিকে আসুন ?

রাজা । কেন ?

চোর । যিনি জন্মাবধি চুরি করেননি, তিনি ভিন্ন পোত-  
বার যো নাই ।

রাজা । ( স্বগত ) ছেলে বেলা পিতা মাতাকে না বলে  
কত সামগ্রী সম্মাসীদিগকে দিছি । সেও ত  
চুরি করা হোল ? তবে মন্ত্রীকে বলি ।

চোর । মহারাজ ! চুপ করে রইলেন কেন ?

রাজা । আমি পার্কোনা—

চোর । তবে কে পুতবে ?

রাজা । জলধর ! তুমি পোত ?

জল । মহারাজ ! আমি রাজকার্যে থাকি, এজন্য আমি  
পার্কোনা ।

চোর । তবে সভ্য মহাশয়দের মধ্যে কেহ আসুন ?

সভ্য । আমরা যেতে পারিনা, কারণ ছেলে বেলা কত  
কি করিছি ।

চোর ! তবে আপনারা সকলেই চোর ?

বিদূ । কাজে কাজেই ?

চোর । তবে কেন আমি একলা শালে যাই, সকলের  
তো যাওয়া উচিত ?

( সকলে নিস্তব্ধ )

রাজা । ওহে চোর ! তুমি আজ পর্য্যন্ত আমার একজন  
সভাসদ হলে । তোমার সদৃশ বুদ্ধিমান লোক  
আর দেখি নাই ।

চোর । যে আজ্ঞা । চরিতার্থ হলেন ।

বিদূ । ( স্বগত ) আজকে চোর ব্যাটা যে কার মুখ দেখে  
চুরি কত্তে গেছলো, তা বলতে পারি না । আর  
আমার আজ ব্রাহ্মণীর মুখ না দেখে, চোরপর্য্যন্ত  
হলুম । সকলেই তাঁর ইচ্ছা ।

জল । তবে এখন স্নানের সময় হয়েছে ।

[ সকলের প্রস্থান ।

( পট প্রক্ষেপণ । )

---

পঞ্চমাস্ক ।



চতুর্ভুজ তর্কজায়রত্নের চতুস্পাঠী ।

( চতুর্ভুজ ও রামদাস উপবিষ্ট । )

চতু । বলি, ওহে রামদাস ! অনেক দিন পর্য্যন্ত বিদায়  
আদায় পাওয়া যায় না কেন বল দেখি ? ( নম্র  
গ্রহণ )

রাম । পাবেন কোথায় বলুন, ছিল এক রাজবাটি তাও  
এক ব্যাটা চোর কর্তা হয়েছে ।

চতু। তাইত হ্যা ! যদি সে দিন আমরা থাকতুম তা হলে  
চোর ব্যাটাকেও কর্তা হতে দিতুম না, আর আমা-  
দের ও কিঞ্চিৎ লাভ হতো ।

রাম। আর মহাশয় ! তখনই স্বপ্নিওকরণেই কত পেতুম।  
এখন আদ্যশ্রাদ্ধেও কিছু জুটে ওটে না ।

চতু। তাইত হ্যা ! অগ্রে অগ্রে কত গাই পেতুম, এখন  
একটা বোকুনাও জুটে ওঠে না ।

( ভোলার প্রবেশ )

ভোলা। ভচ্চাষি মোশাই পেন্নাম্‌টি হই । ( প্রণাম ) ।

চতু। কেরে ? ভোলা নাকি ? ভাল আছিম্‌ তো ?

ভোলা। এড্‌রে আপ্নারা বেমন্‌ দেখ্‌চো ।

রাম। তোর এতদাড়ি কেন রে ?

ভোলা। এড্‌রে মোগার মাঠাওরণ গঙ্গা পেয়েহ্যালেন ।

রাম। কত দিন হোল ?

ভোলা। এড্‌রে এই ( অঙ্গুলি গণনা করিতে ) ছমাস ।

চতু। তবে দাড়ি কামাস্‌নি কেন ?

ভোলা। এড্‌রে ভচ্চাষি মোশাই ! মোগাদের এই  
হাটের পদ্দিন মার ছরাদ হয় ।

চতু। দূর ব্যাটা, সে আবার কি ?

ভোলা। মোশাই গো ! তোমরা ক্যামন্‌ বিনেন দ্যাও  
তেম্‌নি মোরা করি ।

চতু। আমোলো ! আমরা কি তোদের ছয় মাস অন্তর  
শ্রাদ্ধ কর্তে বলি ?

রাম। আপ্নি কি পাগল হলেম নাকি ?

ভোলা। মোশাই ! আগ কর কেন ? তোমরা বা বলটিকর  
মোরা তা করি । “মোরা চোক থাক্‌তি অন্দ” ।



চতু। কেন, তোকে কি বিধান দিচ্ছি ?

ভোলা। সে দিন মোশার কাছে একটা বিদেন নিতে  
এয়েহ্যালাম, তা মোশাই তো বলি কল্লো ?

চতু। কি বিধান তোকে দিলাম ?

ভোলা। মুই মোশার কাছে বল্লুন্ ঝে, মোগার ইস্ত্রী  
একটা বেরতো কর্কে, কিন্তু মোগার গায়ে  
পাঁচড়া হয়ে হ্যালো, তুমি বলি কল্লো ঝে, তোর  
গায়ে হয়েছে তা তার কি ? মুই বলে হ্যালাম  
তাতে আর আমাতে ঝে অদরঙ্গ ।

রাম। দূর বেটা !

চতু। আঃ ব্যাটা পুড়িয়ে খেলে দেখতে পাচ্ছি ।

ভোলা। মোশাই তবে মুই এসি ! এই পেন্নাম । (প্রণাম)

[ ভোলার প্রস্থান ।

চতু। আপদ গ্যাল ।

রাম। তাইত মশাই, কোথায় বিদায় আদায়ের কথা  
পেড়ে মন্টাকে ঠাণ্ডা কর্কে, তা নয় ব্যাটা দেশের  
কথা এনে যোটাতে লাগল ।

চতু। তবে রাম দাস ! সে দিন জগন্নাথ সার্কভোমে  
মাতৃশ্রদ্ধে বিলক্ষণ বিদেয় পেয়েছ ?

রাম। কেন, মশাইতো গিয়েছিলেন ?

চতু। বিলক্ষণ ! (নম্র গ্রহণ)

রাম। কেন ?

চতু। বাপু হে, ও সব মাতালের দলে মেশা আমাদে  
কন্ম নয় ।

রাম। মাতালের দল কি রকম ?

চতু। মাতাল নয়, স্লেচ্ছ ভাষা মুখে আবৃত্তি নলৈই  
মাতাল ।

রাম। তাতে আপনার কি ?

চতু। বাপু হে, তোমার পিতা ঠাকুর একদিন একটা  
কি স্লেচ্ছ কথা মুখে হঠাৎ উচ্চারণ করেছিলেন,  
তাতে তিনি প্রায়শ্চিত্ত ক'রে তবে শুদ্ধ হয়েছি-  
লেন ।

রাম। তাঁদের এ সব ভ্রান্তি ।

চতু। তা বলবে বৈকি বাপু তোমরাও ঐ দলে মিসেচো ।

রাম। মহাশয় ! আমরা যেন মাতাল হইলুম, আপনি যে  
মাতালের পিতা ।

চতু। (কর্ণে হস্ত দিয়া) মহাভারতং ছি। ছি ! অমন কথা  
আর বারদ্বিবার বোলোনা ? কিসে আমি মাতালের  
পিতা হইলুম বাপু ! (নম্রগ্রহণ)

রাম। কেন মহাশয় তো, আপনার পুত্রকে স্লেচ্ছ ভাষা  
পড়াচ্ছেন ?

চতু। বাপু হে, এখনকার কালের স্বরূপ কহে হয় ।

রাম। তবে ও সব কথা বলেন কেন ?

চতু। ওহে বাপু আর মিছে বাধিতগায় কাজ নেই চল  
স্নানের সময় হয়েছে ।

রাম। (স্বগত) বাবা ! এখন পথে এসো, “চালুনী বলেন  
ছুচকে” (প্রকাশ্যে) চলুন ।

[ উভয়ের প্রস্থান ।

( পট প্রক্ষেপণ )



# ষষ্ঠাঙ্ক ।



রাসবিহারীর বৈঠকখানা ।

( শয্যোপরি রঞ্জন উপবিষ্ট । )

রঞ্জন । ( আঁখি মার্জ্জন করিতে ) আহা ! কি অপূর্ণ  
স্বপ্ন দর্শন কল্লেম, প্রিয়ে আমাকে পরিত্যাগ করে  
কোথায় প্রস্থান কল্লে ? আর কি তোমার দর্শন  
পাবনা ? আর কি এ দুর্ভাগ্য কর্ণ তোমার সেই  
কোকিল নিনাদ তুল্য বাক্যে পরিতৃপ্ত হবে না ?  
প্রে—য়—সি— ( নেপথ্যাভিমুখে গিরী-  
শের আগমন ) এস ভাই গিরিশ !

( গিরীশের প্রবেশ )

গিরী । রঞ্জন ! আজ তোমাকে একপ মলিন দেখছি  
কেন ভাই, মনে কি বিষাদ উপস্থিত হল ?

রঞ্জন । ও কথা আর ভাই আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না ।

গিরী । কেন ? আমি যদি কিছু সমতা কত্তে পারি ?

রঞ্জন । তুমি তার কি কর্কে ভাই ?

গিরী । বলই না শুনি । মনের দুঃখ বন্ধুর কাছে প্রকাশ  
কল্লে সে দুঃখের অনেক সমতা হয় ।

রঞ্জন । তবে শুন । যেন আমি একুটি সূশোভিত উদ্যানে  
গিয়ে তন্মধ্যস্থ সরসিকূলে বিশ্রাম লভেছি, এম  
সময় একটা স্বর্গবিদ্যাধরী তুল্য ললনা ফুলের মা

লয়ে সহসা আমার নিকটে এসে গলার মালা প্রদান  
পূর্বক বলে “মহাভাগ” ! অদ্য অবধি আপনাকে  
আমি পতিত্বে বরণ কল্লেম। এবং আপনাকে  
জীবন যৌবন মন সমর্পণ কল্লেম।

গিরী। (সোৎসুক) তার পর তার পর?

রঙ্গ। তার পর, আমার বামভাগে বোসে কণ্ঠদেশে বাহু  
লতা বেঁধে পূর্বক অনেক মিষ্টালাপ ও প্রেমা-  
লাপ কত্তে লাগলো। কিয়ৎক্ষণপরে এক বৃদ্ধা এসে  
বলে, রাজকন্যা! শীঘ্র আসুন, মহারাণী আপ-  
নাকে ডাকছেন, অতএব ওঁকে এস্থান হতে শীঘ্র  
বহির্গত করে দিন, নচেৎ বিপদ দেখি। যখন  
বৃদ্ধার প্রমুখাৎ এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ কল্লেম, তখন  
আমাদের উভয়ের মস্তকে যেন শত বজ্রাঘাত পতিত  
হল। রাজকন্যা ক্রন্দন কত্তে আমাকে বলেন  
প্রাণেশ্বর! দৈশ্বর আমাদের প্রতি অত্যন্ত প্রতি-  
কূল, নচেৎ এমন হবে কেন? অতএব আপনি,  
এ—স্থা—ন——— (ক্রন্দন) আমি বল্লেম,  
প্রাণেশ্বর! যদি আমাদের প্রেমানুরাগ থাকে,  
তাহলে পুনরায় মিলন হবে, তবে এখন আসি।  
এই বলে যেমন উঠ্বো, অমনি নিদ্রা ভেঙে গেল।  
(দীর্ঘ নিশ্বাস)

গিরী। বন্ধো! সামান্য স্বপ্নে এত কাতর হওয়া জ্ঞান  
বানের উচিত নয়, ধৈর্য্য অবলম্বন কর।

রঙ্গ। সখে! যা বোল্‌চো তা মিথ্যা নয়, কিন্তু যত দিন  
সেই কামিনীর দর্শন না পাবো, তত দিন অশ্বেষণ  
কোর্কো, তৎপরে প্রাণ ত্যাগ—

গিরী । সে কি রঞ্জন ! তুমি পাগল হোলে নাকি ! হি  
 হি লোকে বোলবে কি এ যে কাপুরুষের কাজ ?  
 রঞ্জ । আর ভাই বিচ্ছেদ যন্ত্রনা সহ্য করা যায় না ।  
 ( নেপথ্যে বিনামার ধ্বনি ) চুপ কর কে আসছে ।

( রাসবিহারীর প্রবেশ )

গিরী । মহাশয় ! আপনার সহিত একটা কথা আছে ।  
 রাস । কি কথা ?  
 গিরী । বল্চি ।  
 রাস । রঞ্জন ! মুখ ধোওগে বেলা হয়েছে ।  
 রঞ্জ । আচ্ছা যাই ।

[ রঞ্জনের প্রস্থান ।

গিরী । একটা বড় ভয়ানক ব্যাপার হয়েছে ?  
 রাস । ( সোৎসুক ) কি কথাটাই শুনি না ?  
 গিরী । রঞ্জন একটা স্বপ্ন দেখেছে তাইতে একেবারে  
 তার মন খারাপ হয়ে গেছে । অতএব শীঘ্র বিবাহের  
 চেষ্টা দেখুন নচেৎ ক্ষিপ্ত হবার সম্ভাবনা ?  
 রাস । বুঝিছি, বিবাহের ও সম্বন্ধ স্থির করিছি ?  
 গিরী । কোথায় ?  
 রাস । আমার শালির সহিত ।  
 গিরী । কন্যাটি কি রকম ?  
 রাস । কন্যাটি অতি সুন্দরী, কিন্তু একটু বয়েস হয়েছে ।  
 গিরী । কত হয়েছে ?

রাস । ১৪ । ১৫ বৎসর ।

গিরী । তা বেশ সাজবে, এখন আপু<sup>রি</sup> চেষ্টা  
দেখুন গে “শুভশ্রী শীঘ্রং” ?

রাস । তা তোমায় বোলতে হবে না । তবে এখন আমি  
যাই, যাতে সে ঠাণ্ডা থাকে তাই কোরো ।

[ রাসবিহারীর প্রস্থান । ]

( রঞ্জনের পুনঃ প্রবেশ )

গিরী । রঞ্জন, তোমার দাদা কি অমায়িক লোক ভাই !

রঞ্জন । ( উপবেশন পূর্বক ) কেন, তুমি বুঝি সেই সব  
কথা বলেছ ?

গিরী । তাতে হান কি ?

রঞ্জন । ( জিহ্বা কর্তনপূর্বক ) ছিঃ ! তুমি তো আচ্ছা মজার  
লোক ? তিনি মনে কল্লেন কি বল দেখি ?

গিরী । ( কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া ) মনে আর কি  
কোর্কেন, যাতে হয় তাই তিনি কোত্তে গেছেন ।

রঞ্জন । তোমার কাছে বলাই অত্যায় হয়েছে ।

( পত্র হস্তে এক বৃদ্ধার প্রবেশ )

গিরী । কেগা বাছা ? কাকে খোঁজো ?

বৃদ্ধা । রঞ্জন বাবু কোথায় গা ?

রঞ্জন । ( স্বগত ) একে যেন এক বার দেখিচি বোধ হচ্ছে ।

( প্রকাশ্যে ) আমারী নাম রঞ্জন ।

বৃদ্ধা । এই নাও । ( পত্র প্রদান )

রঞ্জ। (পত্র পাঠ করিয়া স্বগত) আমি কি স্বপ্ন দেখছি,  
না, এইতো গিরীশ স্মুখে বোসে রয়েছে। তবে  
কি ভাই?

গিরী। কি ভাব্‌চো? পত্র খানা দেখি।

রঞ্জ। (গিরীশকে পত্র প্রদান) এই দেখ?

গিরী। (পত্র পাঠ করিয়া সাহ্লাদে) সখে! বোধ হয়,  
ঈশ্বর তোমাদের প্রতি অতুল আছেন, তাতেই  
বোধ হয় শীঘ্র মিলন হবে।

বুদ্ধা। তবে এক খানা পত্রের জবাব দিন।

রঞ্জ। হাঁ দিতে হবে বৈকি।

গিরী। তবে ‘শুভম্ভ শীঘ্র’।

রঞ্জ। (বুদ্ধার প্রতি) বাছা ওখান থেকে দোয়াত, কলম  
আর একখানা কাগজ আনোতো?

বুদ্ধা। (মস্তাধার প্রভৃতি আনিয়া) এই নিন্।

রঞ্জ। দাও। (পত্র লিখন)

গিরী। পড় দেখি শুনি?

রঞ্জ। শোন।

**পত্র ।**

শিরোনাম।

দেহান্তঃকরণাভিমা গুণাধিকা স্বধর্মপরিপালিকা শ্রীমতি  
জ্ঞানদাকুমারী দাসী সাবিত্রী ধর্মোচিতেষু।

পাঠ ।

পূরম প্রণয়র্গব কলেবরাজ্ঞ সম্মিলিত নিতান্ত প্রণয়া  
শ্রিত শ্রীরঞ্জনকুমার ঘোষ ঝটিত ঘটিত বাঞ্ছিতান্তঃকরণে

বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ অত্র শুভ বিশেষঃ । প্রাণেশ্বরী ! তব  
সহিত স্বপ্ন মিলন অবধি অত্যন্ত বিচ্ছেদ যন্ত্রনা সহ করি-  
তেছি, কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ শুনলাম অগ্নিজ মহাশয়  
তোমার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন । ইহা  
শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলাম, পরে তুমি  
যদি ক্লপাকরে শ্রীচরণে স্থান দাও, তাহা হইলেই এ  
অধীন কৃতার্থ হইবে, ইত্যলং ।

হরিহর পুর

১১ই জ্যৈষ্ঠ

} প্রণয়াকাজিক শ্রীরঞ্জনকুমার ঘোষ ।

গিরী । বেশ হয়েছে । তবে শীঘ্র করে দাও অনেক দূর  
যাবে ।

বৃদ্ধা । ( পত্র গ্রহণ ) এখন তবে আসি ?

[ বৃদ্ধার প্রস্থান ।

গিরী । এখন কর্মটা শীঘ্র সম্পন্ন হলে হয় ।

গিরী । চল ব্যালা অনেক হয়েছে । ( গমনোদ্যত )

নেপথ্যে । বোম্ ভো—ও—ও—লা ( পুনর্পুন শঙ্খধ্বনি )

রঞ্জ । ও আবার কিসের শব্দ হে ?

গিরী । ও তোমার ভায়রাভাই, এক জনের প্রনয়ে  
পড়েছে ।

রঞ্জ । ( সোৎসুকে ) ওকে একবার ডেকে আনলে  
হয় না ?

গরী । আচ্ছা তবে আনুচি ?

[ গিরীশের প্রস্থান ।

রঞ্জ । ( স্মৃগত ) তাইত, পৃথিবীতে সকলেই কি ঐ রোগে  
আক্রান্ত? কি আশ্চর্য্য !



( বাম হস্তে গাঁজার ছঁকা ও দক্ষিণ হস্তে শঙ্খ,  
পুনর্পুন ধ্বনি করিতে২ এক গাঁজা খোর  
এবং গিরীশের প্রবেশ )

গাঁজা। কেন বাবা ডাকলে?

গিরী। তোমরা ও নেশা কর কেন?

গাঁজা। একবার বাবা খায়িয়ে দিতে পার, তা হলে  
বোলতে পারি।

গিরী। তার আশ্চর্য্য কি? এই আনাই। ( উচ্চৈঃস্বরে )  
ও—ও—মালিই—ই, একবার এখানে আয়তো।

( মালির প্রবেশ )

মালি। মোতে ডাকিচ্ কাঁইকি?

গাঁজা। বাবু, ওজন্তটাকে তাড়িয়ে দাও।

মালি। ইস্, তু অখনে আসিলি কড়?

গাঁজা। আচ্ছা তোদের পূর্ন পুরুষের নাম বল দেখি?

মালি। তোড়্ সড়মুখে মু বলিবু কাঁইকি সে মন্তড় যে  
গুড়ু কর্ণে দৌছি।

গিরী। ( গাঁজা খোরের প্রতি ) তুমি জান কি?

গাঁজা। হা! হা! হা! বিলক্ষণ! তবে শোন; ( মালির  
প্রতি ) শোন বেটা; কদাকারের পুত্র আবাগে,  
তার ব্যাটা ভূত, ভুতের চার পুত্র—বাল্লান্, উড়ে,  
নেড়ে, ধাঁড়ড় শুনলি।

রঞ্জ। ( ঈষৎস্বাস্থ্য ) তুমি তো খুব বুদ্ধিমান।

গাঁজা। ওহে বাপু, মৌতাত করাও আগে, তার পর  
কত বুদ্ধি টের পাবে এখন যেমন “বার হাত কাঁকু-  
ড়ের তের হাত বিচি”।

গিরী । ( মালির প্রতি ) শীগির ছু পয়সার ' গাঁজা  
আনতে।

মালি । যে আঁড়গে ।

[ মালির প্রস্থান ।

গিরী । তোমার নিবাস কোথায় ?

গাঁজা । শ্রীপাঠ এঁড়েখালি ।

গিরী । এখন যার্চে কোথায় ?

গাঁজা । যে খানে মহাদেবের আজ্ঞা ।

( গাঁজা লইয়া মালির প্রবেশ )

রঞ্জ । ( মালির প্রতি ) ওকে দে ।

গাঁজা । বাবু তোমরা আরজন্মে আমার মা বাপ ছিলে ।

গিরী । ( হাস্য করিতে ) গাঁজার মহিমা ১১ টা বল ।

গাঁজা । তবে শোন ।

দশরথ খেয়ে গাঁজা করিল পারণ ।

যুধিষ্ঠির করেছিল সীতারে হরণ ॥

ভীমসেন খেয়ে গাঁজা, বলবীর্য্যে হয়ে তেজা,

রাবণেরে দিল বনবাস ।

সেই রাগে বিদ্যাবীরে, বার করাইল হীরে,

থাকিতে ইন্দ্রজিতের বাস ॥

খেয়ে রাম গাঁজা, মোরে দিল সাজ,

যবে ছিনু কলিকালে ।

তার বাপ হনু, গাঁজাতে নিপুনু,

• দিল মোরে ছাগদলে ॥

আমি সূচতুর, চিনি অন্তঃ পুর,  
 গেলু তথা এক দিন ।  
 থেরে গাঁজা খোলা, হয়ে বোম্ ভোলা,  
 মারিলাম তাদের শিং ॥

( পুনপূ'ন শঙ্করানি । )

গিরী । (হাস্য) তোমার কবিতা শক্তি তো বেশ আছে ?

গাঁজা । ওহে আমরা প্রথম কালিদাস, ন্যাজ খসে এমন  
 হইছি ।

রঙ্গ । ( হাস্য করিতে ) তবে একটা গাঁজার গীতগাও  
 দেখি ?

গাঁজা । শোন ।

গীত ।

রাগিণী পাহাড়ী--তাল খাম্‌টা ।

গাঁজাতে ডুবে আছে এ ত্রিসংসার হে ।

চরস, গাঁজা, গুলি, মদ, যেনা জানে এদের সদ,

না জানে প্রভাসের গদ, তার জীবন অসার হে ॥

ভো—ও—ও—লা ( পুন পূ'ন শঙ্করানি ও উত্থান )

গিরী । কোথা যাও ?

গাঁজা । আর বাবা অনেক বেলা হয়েছে, আজ আসি ।

রঙ্গ । ভো ও—ও—লা ( পুনপূ'ন শঙ্করানি ) ।

[ সকলের প্রস্থান ।

( পট প্রক্ষেপণ )

## সপ্তমাক্ষ ।



( রাজান্তঃপুরের একদেশ । )

( জ্ঞানদা উপবিষ্ট )

জ্ঞান । (স্বগত) আহা ! প্রাণেশ্বরের সহিত আমার কি মিলন হবে ? বিধি, পুরুষদিগের শরীরে যে সকল গুণ থাকিতে হয়, তাহা একাধারে সঞ্চিত করে সে পুরুষ শ্রেষ্ঠকে নির্জ্ঞানে বোসে গঠন করেছেন । আহা ! কি রূপলাবণ্য একবার স্বপ্নেতে মিলন হয়েছিল তাইতেই যেন তাঁর প্রতিমূর্তি আমার হৃদয়াগারে চিত্রিত হয়েরয়েছে । হে বিধাত ! আমাদের আপনিই এই প্রেমানুর অঙ্কুরিত করেছেন, অতএব, বোধ হয় কখনই নিম্মূল কর্বে না । সে যাহা হউক, চিত্ররেখাকে যে পাঠানুম তো সে এখন ও আস্চে না কেন ? তিনিই বা আস্চে অস্বীকার কলেন, তা যদি করেন তা হলে তো পিতা আর আমাকে দেখতে পাবেন না । বাঃ ! আমি কি নিষ্ঠুরা, আমার জন্তেও তাঁকে শোকা-স্থিত হতে হবে ?

( চিত্ররেখার প্রবেশ )

(সোৎসুক) এসো চিত্ররেখে ! খবর কি ?

চিত্র । দাঁড়াও, তোমার যে আর দ্বর সয়না, তুমি “গাচে না উঠতে উঠতেই এককাঁদি” চাও যে ?

জ্ঞান। এখন কি তুই ভামাসার সময় পেলি লা? বল না  
কি হলো?

চিত্র। হবে আর কি, কর্ম সিদ্ধি বটে।

জ্ঞান। তিনি কি বলেন তা বল? তুই যে অর্ধেক কথা  
পেটে আর অর্ধেক মুখে রাখিস্।

চিত্র। তিনি বলেন যে আজ সন্ধ্যার সময় যাবে।

জ্ঞান। (সহর্ষে) তবে কি সত্য সত্যই?

চিত্র। তোমার সঙ্গে আর বোঝতে পারি না। এই বল্লুম্  
আসবেন, সত্যি না মিথ্যা নাকি?

জ্ঞান। চিত্ররেখে! তুই আজ আমার যে কি সুসমাচার  
এনেছিস্, তা তোকে আর কি পারিতোষিক  
দোরো! (আপনার কণ্ঠ হইতে হার লইয়া) এই  
হার ছড়াটা গলায় দে! (চিত্ররেখার কণ্ঠে দেওন)

চিত্র। তোমাদের খেয়ে পোরে আমাদের সাত পুরুষ  
মানুষ হয়ে আস্চে, তাতে আবার এ দোয়া কেন?  
এখন কি কত্তে হবে তা বল?

জ্ঞান। গুচ্চির ফুলটুল তুলে আনগে যা।

চিত্র। যাই।

[ চিত্ররেখার প্রস্থান। ]

জ্ঞান। (চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করত স্বগত) ইস্!  
আজকে সূর্য্যদেব যেন সমস্ত পৃথিবীকে প্রাণ-  
কত্তে বোসেছেন! চতুর্দিকে প্রাণিগণ তৃষার্ত হয়ে  
জলাশয়েষণ কচ্ছে! বিহগ কুল আপন নীড়ে  
বোসে নিস্তব্ধে কাল যাপন কচ্ছে। কি আশ্চর্য্য!  
এই এতাদিক তেজোময় দেখাচ্ছিল, এর মধ্যে

একেবারে ধূসর বর্ণ হয়ে গেল! তা কৈ এখনত  
আমার প্রাণেনাথ এলেন না?

(পুষ্প মাজিহস্তে চিত্ররেখার প্রবেশ)

চিত্র। মালা গাঁথবো কি?

জ্ঞান। হ্যাঁ ডুজনে গাঁথি আয়। (উভয় মালা গ্রহণ)

(গৃহ পশ্চাতে রপ্পনের প্রবেশ)

রপ্প। (স্বগত) কৈ কাহাকেও তো দেখতে পাচ্চিনা?  
চিত্ররেখা বলেছিল যে গবাক্কের দ্বারে দাঁড়িও,  
তাই একবার দেখি (গবাক্কের নিকট দণ্ডায়মান)

চিত্র। এবারকার জামাইটা বেশ হয়েছে।

রপ্প। (স্বগত) এই যে, চিত্ররেখার গলা নয়?

জ্ঞান। হোক আগে, তোর যে আর ত্বরসয়না! আচ্ছা  
চিত্ররেখে! এখন তো ঢের রাত্তির হয়েছে, তবে  
কেন তিনি এখনও আস্চেন না?

রপ্প। (স্বগত) এই যে আমার প্রাণেশ্বরী, তবে একবার  
কেন কণ্ঠ শব্দ করিনা? (নেপথ্যে কণ্ঠ শ্রবণ)

চিত্র। (সচকিতে) কে গা?

জ্ঞান। তুই গবাক্কের কাছে গিয়ে দেখনা।

চিত্র। (গবাক্কের নিকট গিয়া) কে শব্দ কল্লে গা?  
নেপথ্যে। আমি গো?

চিত্র। কে তুমি?

নেপথ্যে। আমি তোমাদের রাজকন্যার প্রণয় প্রয়াসী;  
এখন চিন্তে পাল্লে তো?

চিত্র। (জিহ্বাকর্ষণ পূর্বক) দিদি তিনি এয়েছেন।

জ্ঞান। (সোৎসুক, তবে শীঘ্র নিয়ে আয়?)

( জ্ঞানদার অবগুপ্তন বদনে অবস্থিতি )

চিত্র । মহাশয়, তবে ঘরের ভিতর আসুন ।  
নেপথ্যে । যাচ্ছি ।

(রঙ্গনের প্রবেশ ও উপবেশন)

চিত্র । মহাশয় ! আপনাকে অনেক কটু কথা বলিছি  
তার জন্য কিছু মনে কর্ছেন না ?

রঙ্গ । মনে আর কোর্কো কি ? এখন তোমাদের রাজ  
কন্যের কুশল তো ?

চিত্র । আমাদের রাজকন্যা কি রকম ?

রঙ্গ । কাজে কাজেই, আমার যদি হোতা তা হোলে  
জিজ্ঞাসা ও—,

জ্ঞান । এখন আপনি বলবেনইত ? সমস্ত প্রাণ মন  
দিইছি কি না ?

রঙ্গ । দিলে কৈ ? তা হোলে ওখানে অমন করে বোসে  
থাক্তেন না ।

চিত্র । মহাশয়, অনেক রাত্রি হয়েছে এখন তবে আসি ।

রঙ্গ । সে কি, আগে দুটো মিষ্টালাপই কর ।

চিত্র । যিনি কোর্কেন তিনি এক পাশে বোসে রইলেন  
হ্যাঁগো দিদি ঠাকুরগ তুমি কি ভদ্রলোককে কষ্ট  
দিতে এনেছ ? এসো (জ্ঞানদার হস্ত ধরিয়া রঙ্গ-  
নের বাম পার্শ্বে উপবেশন করণ)

রঙ্গ । প্রেরসি ! আমার উপর যদি তোমার রাগ হয়ে  
থাকে তা হোলে বল, তার নিবারণার্থে চেষ্টা পাই ।

জ্ঞান । ছি, ছি প্রাণেশ্বর এমন কথা কি মুখে আনতে  
আছে ! আমি মনে করেছিলাম যে, আপনি রাগ

করেছেন এতে এমন কথা বোলবেন তা কেমন করে জানবো !

রঞ্জ। আহা ! কি সুমধুর স্বর, কি অমৃত ময় বাক্য, শ্রবণ কল্লে শ্রবণেন্দ্রিয় শীতল হয়। আমি পুনর্জন্মে কত যে পুণ্য সঞ্চয় করেছিলাম তাহা অনির্বচনীয়; না হোলে এমন সর্বগুণসম্পূর্ণা রাজতনয়া আমার সহধর্মিনী হবেন কেন !

জ্ঞান। প্রাণনাথ ! আপনি যে আমার উপর সন্তুষ্ট আছেন এই আমার পরমমৌভাগ্য ?

রঞ্জ। আহা ! লোকে বলে যে রাজকন্যা সর্বগুণ সম্পূর্ণা তা তোমাতেই প্রকাশ পাচ্ছে ?

জ্ঞান। তবে কেন গান্ধার্ব বিধানে বিবাহটা বাঁকি থাকে ?

রঞ্জ। কেন আমাদের বিবাহ তো স্বপ্নেতে হয়েছে ?

জ্ঞান। একবার জাগ্রত অবস্থায় করা তো উচিত ?

রঞ্জ। আচ্ছা, তার হান কি।

জ্ঞান। চিত্ররেখে ! এই বার তোমার পারিতোষিকের সময়। আর ঐ ছুছড়া মালা আনোতো ?

চিত্র। (মালা আনয়ন) রাজনন্দিনী ! এইনিন ?

জ্ঞান। ওঁর গলায় এক ছড়া দাও আর এক ছড়া আমাকে দাও ? (উভয়ে মালা বদল)

চিত্র। তবে আমি আসি ? আবার কাল সকালে আস্বে।

জ্ঞান। হাঁ অনেক রাত্রি হয়েছে, কাল খুব সকাল কোরে আসিস্ ? এঁকে গুপ্ত ভাবে বার করে দিয়ে আসতে হবে ?



চিত্র । আচ্ছা তার কোন আশঙ্কা নেই ?

[ চিত্র রেখার প্রস্থান ।

জানদা ও রঞ্জন অর্গল রক্তপূর্ব্বক শয্যায় শয়ন ।

( গৃহ সম্মুখে প্রহরীদ্বয়ের প্রবেশ )

১ম । দেখ্ ভাই বড়দা অ্যাদ্দিন্ মহারাজার ঘরে কর্ম্ম কচ্চি, আজ একটা যে সুন্দর পুরুষ দেখিচি অমন মাইরী কথান দেখিনি ।

২য় । কোতা দেকুলি রে ?

১ম । মাইরী তেগ্নিতারা যদি আমার একটা বউ হয় তা হলে কত মজা করি ।

২য় । আরে সে যে পুরুষ ?

১ম । কেন, মেয়ের মতন কাপড় পড়িয়ে ?

২য় । ছুর্ তা কখন হয়ে থাকে ।

১ম । হ্যাঁগা দাদা আমার বে দিবি কবে গা ?

২য় । দুদিন যাগ, মেয়ের আমদানী আসুগ তার পর দেবো ।

১ম । ( মুখ ভঙ্গি করণ ) দাদা কি মজার লোক দেখেচ ? আপনার বেলা আঁটা আঁটি, আর পরের বেলা দাঁত কপাটি ।

২য় । কেন ?

১ম । আপ্নি একটা কেমন কাল কূচ্ কুচে মোটা শোটা গুন্মদো২ খোদার খাসি দেখে বে করেচ, আর আমার হয়তো একটা ক্যাকাশে রোগা দেখে দেবে ।

২য় । ওরে ? ও সব কথা রেক দে, সে সুন্দর পুরুষ কোথা গেল বলে দিকিন্ ?

- ১ম। না দাদা ও কতটি বোলতে পার্কনি।  
 ২য়। বলনা, তেমন তেমন হয়তো রাজা মশার কাছে  
 বোকশিস্ মার্কো?  
 ১ম। তবে শোন্২?  
 ২য়। বল্।  
 ১ম। দেখ দাদা সে কতটি বড়িড কতা কিন্তু?  
 ২য়। বল্ই না কোথায় আছে?  
 ১ম। সেই সুন্দর মানুষটি বরাবোর এখানে এলো?  
 ২য়। তার পর?  
 ১ম। তার পর, খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে কি ভাবলে, ভেবে,  
 ঐ যে রাজাদের দলে গন্ত গন্ত পানা কি বলে—  
 ২য়। গবাক্য?  
 ১ম। হ্যাঁ২, সেখানে গিয়ে একটা গলা খেঁকারি দিলে?  
 ২য়। (সোংসুকে) তার পর?  
 ১ম। তার পর, ঘরের ভেতোর থেকে কে যেন বল্ল যে,  
 ঘরে আসুন, তা সেও এই (অঙ্গুলি প্রদর্শন)  
 ঘরে ঢুকলো।  
 ২য়। আচ্ছা তুই একানে বোস, আমি রাজাকে খবর  
 দিইগে তার পর মজা দেখবি এখন?  
 ১ম। আচ্ছা তুই যা; কিন্তু শীগির করে আসিস্?  
 ২য়। তা বোলতে হবে না।

[ ২য় প্রহরীর প্রস্থান। ]

- ১ম। (স্বগত) হাঁঃ, দাদা আবার রাজার কাছে যাবে?  
 সে এতক্ষণ বউয়ের কাছে গেছে। তা আমার যে  
 কবে বে হবে, তা পের্জাপতিই জানেন। তা বে

করিইবা কি হবে? সমস্ত রাত্রিরই চৌকি দিতে  
 যাবে! না মদ্যে একবার করে বউয়ের কাছে  
 যাবো, তাহলেই হবে। বাঃ! দাদা কি শীগ্গির  
 এলো দেকেচ? এতক্ষণ হয়তো বউ নিয়ে শুয়েচে।  
 আচ্চা কালকে রাজার কাছে নালিন্ কোর্কো  
 যে, রাজা মোশাই! আমার দাদা সমস্ত রাত্রির  
 বউনিয়ে শুয়ে থাকে আর আমি চৌকি দি?  
 (সর্চকিতে) ঐরে, কারা সব আস্চে রে! বাবা!  
 এতনোক, একপাশে দাঁড়াই বাপু? (একপার্শ্বে  
 দণ্ডায়মান)

(রাজা, জলধর, হলধর ও প্রহরীর প্রবেশ)

জল। (দ্বারাঘাৎ করত) দোর খোল।

নেপথ্যে। (নিস্তব্ধ)

হল। (উচ্চৈঃস্বরে) দোর খুলে দাও?

নেপথ্যে। কে গা?

রাজা। শীঘ্র দ্বার মোচন কর্ নচেৎ এখনি তোদের  
 প্রাণদণ্ড কর্কো।

জ্ঞান। (দ্বার মোচন করত এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান) কি  
 হয়েছে গা? এত গোল কেন?

রাজা। (জনান্তিকে) উনি আর কিছু জানেন্ না?

হল। (গৃহে গমনকরত) মহারাজ! প্রহরী যা বলে  
 ছিল তা সত্য। একজন বিদেশী যুবা জ্ঞানদার  
 শয্যায় নিদ্রিত রয়েছে।

রাজা। পাপাত্মাকে শীঘ্রকরে বের করে আন।

হল। (শয্যার নিকটে গমন) ইস্! বড় নিদ্রা যে,  
 (গাত্রে হস্তার্পন) নাগর কানাই ওঠো৷

রঞ্জ । ( নিদ্রাবস্থায় ) কেও প্রেয়সি এসো ( হস্ত প্রসারণ )

হল । আমি তোমার প্রিয়-অসিই বটে । এখন ওঠো ।—

রঞ্জ । ( চক্ষু উন্মীলন ) আপনি কে মহাশয় ?

হল । ঘর থেকে আগে বেরিয়া এসো, তার পর পরিচয় পাবে এখন ?

রঞ্জ । ( হলধরের পশ্চাতে গমন করত রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান )

রাজা । প্রহরি ! শীঘ্রকরে এ ছুরাআরে বন্ধন কর ?

প্রহ । যে আড্ডা ! ( রঞ্জনের হস্ত বন্ধন ও স্বগত ) হুঁ বাছা, সুক কোন্তে এয়েচেন রাজার বাড়ী জানেন না যে এ শম্মা আছে ?

রাজা । ( স্বগত ) আহা কি অপূর্ণ রূপ, এমন রূপতো কখন দেখি নাই ? ( প্রকাশ্যে ) রে নরাধম ! ক্ষুদ্র শৃগালের পুল্ল হয়ে, সিংহের কন্যাকে হরণ করি-  
ছিস্ ? জানিস্ না যে, এ রাজ্যে চৌর্য্য বৃত্তি একে-  
বারে নিস্মূল হয়েছে ? তোর কি প্রাণে ভয় নাই ।

রঞ্জ । মহারাজ ! তাই যদি থাক্বে তবে এ কৰ্ম্ম কোর্কো কেন ? ( অধোবদনে অবস্থিতি )

রাজা । জলধর ! এখনি এ ছুরাচারের প্রাণ বিনাশের উপায় কর দেখি ওর প্রাণে ভয় আছে কি না ?

জল । নরপতে ! সমস্ত দোষ বিচার না কোরে প্রাণদণ্ড অবিধেয় । মহারাজ অবিচারে সমস্ত রাজ্যে অনারূপী হর, অতএব সুবিচার করণ ও রাজ-  
কন্যাকে জিজ্ঞাসা করণ তা হোলেই সমস্তটের পাওয়া যাবে এখন ।

রাজা । ( জ্ঞানদার প্রতি ) রে কুলাঙ্গারি ! তুই কি এই পবিত্র রাজবংশকে কলঙ্কিত করবার জন্যে জন্ম গ্রহণ কোরে ছিলি ? রে পাপচারিনি ! রে ব্যভিচারিনি ! তোর মরণের কি এখন ইচ্ছা হচ্ছে না ? তুই এর কি জানিস্ বল, নচেৎ এখনি তোর প্রাণদণ্ড কোর্কো । পৃথ্বে আমি জানিতাম তোর চরিত্র অতি নির্মল, তুই যে রাজকন্যা হয়ে, এমন ঘৃণাস্পদ কর্ম করি, তা কেমন করেই বা জানিব । হায় ! হায় ! তোর গর্ভধারিণী কেন তোকে স্মৃতিকা গৃহে মেরে ফ্যালেনি, তা হলে ত আমাকে একপ দূরপাণের কলঙ্কে পতিত হতে হতো না ? তোর জন্যে আমার শ্রোণের কাছে মুখাবলোকন করাতে লজ্জাকক্ষে ।

জ্ঞান । পিতঃ ! ওঁর কিছুমাত্র দোষ নাই, সকলই আমার । আপনি এর বিচার করুন ।

রঙ্গ । মহারাজ ! রাজকন্যা কোন দোষে দুষিত নহেন । এই দুরাচারই ( আপনার দিকে অঙ্গুলি দর্শাইয়া ) সকল দোষের মূলীভূত কারণ । ( স্বগত ) কি অশুভ ক্ষণেই যে বাড়ী থেকে বেরিয়া ছিলাম, তাহা বচনাভীত । পরিশেষে কি বন্ধন দশায় পোড়তে হোল ? হা বিধাত ! তোমার মনে কি এই ছিল ? হায় ! কেনইবা গিরীশের বাক্য অবহেলা কল্লম, তা হোলে তো নির্দোষী রাজ-বালাকে কলঙ্ক সাগরে নিমগ্ন করিতাম না ? এখন ত্বরায় প্রাণ বিনাশ হলেই হয় । হায় ! পিতা মতা কোথা রইলেন ? আমার মৃত্যু হোলে বোধ হয়

কত শোকান্বিত হবেন? ( অশ্রু পতন ) তা কাজে কাজেই, এমন কুলান্ধার পুত্রকে যখন মাতা গর্ভে-ধারণ করেছিলেন তাতে অনেক ক্রেশ তাঁদের সহ্য করতে হবে! ( দীর্ঘ নিশ্বাস )

রাজা। ছুরায়া আবার কাঁদচে? তবে নাকি তোর প্রাণে ভয় নাই? জলধর শীঘ্র এই (জ্ঞানদা ও রঞ্জুমের প্রতি অঙ্গুলি দর্শাইয়া) দুইজনের প্রাণবিনাশ করগে!

জল। নরপতে! প্রাণদণ্ড কখনই শ্রেয়ঃনহে, কারণ কেহই কাহাকে দোষী কোচ্ছে না।

রাজা। ( কিঞ্চিৎ রোষ প্রকাশ পূর্বক ) মন্ত্রী! তুমি কি আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন সাধনা কচ্ছ? বোঝ না! শীঘ্র কোরে আমার চক্ষের বহির্ভূত কর। আর, উভয়ের শোণিত দেখতে চাই!

জল। যে আজ্ঞা। ( স্বগত ) আমি তো এখন এ দুজনকে লুকিয়ে রাখি গে! তার পর কি করেন দেখা যাবে। ( প্রকাশ্যে প্রহরী দ্বয়ের প্রতি ) তোরা এ দুজনকে আমার সঙ্গে নিয়ে আয়?

প্রহ। যে হুকুম চলুন!

রাজা। হলধর! ঐ ছেলেটির কেমন আশ্চর্য্য রূপ? আহ! জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল, যেমন আমার সর্ব গুণালঙ্কৃত দুহিতা জ্ঞানদা, তদনুরূপ পতিও পরিগৃহীত হয়েছে। দেখ মন্ত্রী? অনেকা-নেক সুরূপ মনুষ্য অবলোকন করিছি, কিন্তু উক্ত যুবার নিকটে তাহারা রূপে গুণে-যং সামান্য।

হল। আর মহারাজ! আপনি যখন প্রাণ নাশের আজ্ঞা দিলেন, তখন আর আপনার আক্ষেপের ফল কি?

রাজা। হলধর ! আমি কি তাদের প্রাণ নাশের আজ্ঞা দিচি ! না ! অস্তঃ পুরে রেখে আস্তে বজ্রুম ।

হল। মহারাজ ! উদ্ভাদ হোলেন না কি ?

রাজা। ওহে, শীঘ্র করে আমার জানদাকে ও সেই নবীন যুবককে নিয়ে এসো !

( জলধরের প্রবেশ )

জল। মহারাজ ! আপনার আজ্ঞানুযায়িক কার্য করা হয়েছে ।

রাজা। কি বল্লে ? একটু স্পষ্ট করেই বল না । ( অশ্রু পতন ) ।

জল। একি ! মহারাজ এখন হলেন কেন ? সেই দুজনের প্রাণ বিনাশ করা হয়েছে ।

রাজা। কি বল্লে ? ( মূচ্ছা ও পতন )

জল। একি হলো ! ( হলধরের প্রতি ) শীগ্গির থানিকটে জল নিয়ে এসো ?

[ হলধরের প্রস্থান ।

শেষে কি এই হলো ? হে বিধাতা ! শীঘ্র আমাদের মহারাজের মূচ্ছা ভঙ্গ করুণ হা ঈশ্বর ! এতাদৃশ জনপদে কি পরিশেষে এই হল ! হে রাজন ? আপনার কি ঈদৃশ ভূমি শয্যা ভাল দেখায় ? যে দেহ স্নগকোৎকৃষ্ট কুসুম শয্যায়, ও চতুর্দিকে অঙ্গুরা নিন্দিত ললনায় পরিবেষ্টিত থাকায় কদাচ নিদ্রাহত এখন তাহা নিদ্রায় অচেতন হয়ে ধুলায় ধূষরিত হচ্ছে । অতএব হে নরাধিপ ঈদৃশ নয়নাতুষ্টি কর অবস্থা হোতে নিবৃত্ত হোন ?

( বিদূষকের প্রবেশ । )

বিদূ। (সবিস্ময়ে) এ কি? মহারাজ অমন কোরে পোড়ে কেন?

জল। দেখতে পাচ্চ না? মহারাজ প্রায়, মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছেন?

বিদূ। (স্বগত) তা হোলে তো আমার একাদশ রূহ-স্পতি। আর উদর দেবের বিলক্ষণ পোটে যায়।

[ ক্রন্দন করিতে২ রাসবিহারীর প্রবেশ ।

রাস। মহারাজ, আপনার মনে কি এই ছিল, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিনাশ করে কি আপনকার মনা-ভিলাষ পূর্ণ হ'ল।—ভাইরে রঙ্গন! তোমাকে প্রাণ তুল্য ভালবাস্তেম বলে কি এতদিনে তার প্রতিশোধ দিলে। পিতা যখন ঈশ্বর প্রাপ্ত হন, তৎপূর্বে তিনি তোমার রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত ভার্যাপণ করে ছিলেন, তার কি কিছু ত্রুটি হয়েছে, তজ্জন্মেই কি তুমি প্রাণত্যাগ কলে? ভাই, কেন তুমি এ নিষ্ঠুর রাজ্যে এলে? রঙ্গন! তুমি একটা সামান্য কুহকীনির কুহকে পতিত হয়ে, সর্বোৎকৃষ্ট ধন এমন প্রাণকে হারালে। (অশ্রুপতন) হায়! মাজিজাসা কলে কি উত্তর দিব। হয়তো তিনি এই দুঃসহ শোকাবহ সমাচার শ্রবণ করেই প্রাণত্যাগ কর্কেন। উঃ! আমার কি কঠিন প্রাণ, ভিতরে যেন কেমন কচ্ছে, ফেটেও ভাটচে না। (অশ্রু-পতন) আ—আ—অ—(মুচ্ছা ও পতন)

জল। একি? আজ বড় বিপদ দেখ্চি?



বীদু। এ আবার কি? (স্বগত) আমোলো এ বেটা এসে আবার পোল্লো? বাঃ! যেন যোগাদ্যা দেবীর নর-বলী আস্চে? এখন ছোটোর একটা কাবার হোলে হয়।

রাজা। (মূচ্ছা ভঙ্গ) কোথায় আমার জ্ঞানদা? জ্ঞানদা ও নবীন যুবককে শীঘ্র এনে দাও? ওখানে অমন করে শুয়ে কে?

বীদু। (স্বগত) রাজা উঠলো যেহে? আচ্ছা আর একটা আছে এখন।

জল। আজ্ঞা রাসবিহারী?

রাজা। অমন কোরে শুয়ে কেন?

জল। আজ্ঞা আপনি যে যুবার প্রাণ বিনাশ কত্তে বোলে ছিলেন সে ওঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা?

রাজা। জলধর! তুমি তাদের এনে দিতে পার কিনা? নচেৎ (অসি গ্রহণ) ইহার দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।

জল। সে কি মহারাজ? (হস্তধারণ) আমি তাদের এখনি এনে দিচ্ছি, আপনি স্থির হোন?

রাজা। তুমি কি আমার সহিত কৌতুক কোচ্চো?

(হলধরের প্রবেশ)

জল। আপনি কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব করুন?

[ জলধরের প্রস্থান। ]

রাজা। (সাগ্রহে) হলধর! মত কি তারা প্রাণে বেঁচে আছে?

হল । এখনি জানুতে পার্ষেন এখন ।

বিদু । মহারাজের শরীর কি একটু সামলেচে ?

রাজা । হ্যাঁ একটু ।—আহা ! আমি রাসবিহারীকে কি বোলবো ? আমার ন্যায় নরাধম আর নেই ।

বিদু । (স্বগত) গণ্ডিতে দি, যেন ও ব্যাটা না বাঁচে ।

( রাসবিহারীর মূর্ত্যভঙ্গ )

রাস । (রাজার প্রতি) ! মহাশয় আপনার মনে কি কিছু না হ্রদয়া নাই ? কেমন কোরে আপনি সেই যুবার প্রাণ হত্যা কল্লেন ?

বিদু । (স্বগত) আ মোলো, গণ্ডি-দিলুম কোথায় মোরবে তা নয় বেঁচে উঠলো । যেমন পোড়া কপাল, ভাগ্যে লুচি যটে ওঠে না ?

রাজা । (অধোবদন)

( জলধর, রঙ্গন ও জ্ঞানদার প্রবেশ )

(হস্ত প্রসারণ) এসো বাছা আনার কোলে এসো (আনন্দাশ্রুপাত) রাসবিহারি ? আমাকে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছিলে, এই তোমার প্রিয় ভ্রাতাকে নাও ?

রাস । মহারাজ ! এ আনন্দ আর রাখবার স্থান নাই ।

রাজা । জলধর, হলধর ! অদ্য জ্ঞানদার সহিত রঙ্গনের বিবাহ হবে ? নগর বাসিন্দা যাতে উৎসবে পরিপূরিত হয় এমন ঘোষণা করে দাওগে ।

জল । অবিলম্বে মহারাজের আজ্ঞানুযায়ি কার্য করিগে ।

হল । মহারাজ, নটী এসেছে কি আজ্ঞা হয় ?

রাজা । মন্ত্রী ! আফ্লাদের আর পরি সীমা নাই, এত দিনের পর আমার জীবন সৰ্ব্বস্বখন জ্ঞানদার শুভ পরিণয় হবে, অতএব নর্তকী নৃত্য গীতাদি সম্পন্ন কর ।

( নটীর প্রবেশ )

নটী ।———নৃত্য ও গীত ।

( রাগিনী-সিন্ধু ।—তাল ঠেকা । )

আহা কি শুখের উদয় ।

সব দুখ দূরে গেলে, মনে সুখ উপজিলে,  
জ্ঞানদারঙ্গন মিল, নিরাপদে হয় ।

পুরবাসি যত সবে, মগ্ন হয়ে উৎসবে,  
মঙ্গলাচরিয়ে এবে, সব আনন্দ ময় ॥

এখন সুখে দম্পতি, হোন পৃথিবীর পতি,  
থাকুক ধর্মোতে মতি, সর্বত্রোতে জয় ॥

মহারাজ আজ তবে আসি ? (প্রণাম) (প্রস্থান)

রাজা । এসো ? (রঙ্গনের হস্ত ধরিয়া) অদ্য তোমার হস্তে আমার জ্ঞানদাকে অর্পণ কল্লেম । (আনন্দাশ্রু-পাত)

পুষ্পাবৃষ্টি মঙ্গল বাদ্য ।

বিদূ । মহারাজ, সকলের সব হোলো খালি আমার বিবরণ টা বাকি আছে ?

রাজা । (সহাস্রো) কি রকম বল শুনি ।

বিদু । তবে শুনুন ? (দণ্ডায়মান) ।

ব্রাহ্মণ জন্মিত আমি কায়স্থের ছেলে ।  
 ধোপানি মম মাতা, মাতুল হন জেলে ॥  
 স্বশুর কৈবর্ত মম, শাশুড়ী হন মুচি ।  
 মেয়েকে দিয়ে মোরে হোলেন তাঁরা শুচি ॥  
 জানেন না এ গৌরাং অষ্টধেতের পুত্র ।  
 ক অক্ষর গোমাংস উদরে গুণ যুত ॥  
 মাতুল লিখিতে মোরে দিল পাঠশালে ।  
 গুরুকে দিয়ে ফাঁকি যেতাম আগ ডালে ॥  
 গুরু ও গোকুর সম যেতো হেথা সেথা ।  
 কিঞ্চিৎ তামাক্ ও কাম্বুন্দির ওয়াস্তা ॥  
 শুন সব সভ্যগণ অপূর্ব কথন ।  
 স্বপ্নেতে গেলাম আমি অমর ভুবন ॥  
 হেরিলাম চতুর্দিকে স্বর্গে সুশোভিত ।  
 দেখিয়া মনে তখন উপজিল ভীত ॥  
 চতুর্মুখ এক জন এলো মোর কাছে ।  
 ডাকি মোরে বলে তুমি এসো মোর পাছে ।  
 মোরে বসিয়ে ব্রহ্মা মাখিতে গ্যাল তৈল ।  
 প্রত্যুৎপন্ন মতি মম মনে উপজিল ॥  
 একলাফে বসি আমি সিংহাসনোপরি ।  
 যোড় হাতে আসি মিনতি করেন হরি ॥  
 উদয় হইল মোর তখন মনেতে ।  
 মোর মত বেজন্মা, কত আছে পৃথিবে ॥  
 চিত্র গুপ্তে ডাকি আমি জিজ্ঞাসি কারণ ।  
 হাজারের মধ্যে মোর মত নমো জন ॥

ভাবিতে ভাবিতে মম স্বপ্ন হোলো ভোর ।

( নৃত্য ) ধিন্তা ধিনাক হুঁড়ুর হো, হুঁড়ুর হোর।—

( এক লক্ষ্যে প্রস্থান )

( সকলের প্রস্থান )

[ যবনিকা পতন ।

সমাপ্তচায়ং নাটক গ্রহণ ।

---





